



প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 25 Issue • 25 January, 2022, Tuesday • ১১ মাস, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আপৎকালীন বৈঠকে টিম এনসি কানাঘুষো সমর্থন প্রত্যাহারের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্য রাজনীতিতে তবে কি নয়া সংযোজন? যেভাবে প্রতিদিন শাসক দলের অন্দরে বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে নিয়ে ক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছে, তাতে

কমিটির সদস্যরা ওই বৈঠকে রাজ্য রাজনীতির প্রবাহমান ঘটনাবলী এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট আলোচনায় মাতবেন। সোমবার গভীর রাতে, এই দিনক্ষণ ধার্য হয়েছে বলে সুত্রের খবর। ইতিমধ্যেই আইপিএফটির

নিলে তা গোপনীয়তা বজায় রেখে হবে না, সকলেই জানবেন। সোমবার আইপিএফটির বিশস্ত সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৭ তারিখ দলের প্রধান কার্যালয় অথবা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এনসি দেববর্মার আবাসেই বৈঠকটি হতে পারে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ত্রিপ্রা মথার সূত্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে দিল্লিতে গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে একই মঞ্চ ভাগ করেছেন আইপিএফটি নেতা তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য মেবার কুমার জমতিয়া। অন্যদিকে, গত কয়েকদিন আগে, দুই জনজাতি যুবকের সঙ্গে ডাক্তারিক পুলিশের কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে যখন ত্রিপ্রা মথার সমর্থন নিয়ে টিএসএফ বারো ঘণ্টার বন্ধ ডেকে বসে, সেই বন্ধকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানান মন্ত্রী মেবার। এমন নানাবিধ ঘটনায় শাসক দলকে সামগ্রিকভাবে অসন্তোষিত ফেলছে সহযোগী দল আইপিএফটি। আইপিএফটি ২৭ তারিখের বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যম রেখে ‘মেগা’ কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও পিছুপা হবে না। বাকিটা অবশ্যই সময় বলবে।

চেয়ার নড়ে চড়ে না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। বানরের হাতে তরোয়াল পড়লে রাজাই দুই টুকরো হন, বাচালের হাতে কলম পড়লে দুধুমই হয়। মুনাফাভাজ , অর্ধশিক্ষিত লোকেরদের হাতে সাংবাদিকতাও ধ্বংস হয়ে গেছে। দালালির ভাষা দায়িত্বহীন হয়, সেটাই হচ্ছে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের উপস্থাপনায়। সরকারি বিজ্ঞাপনে ভাসতে ভাসতে, এখানে-সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে, এই-ওই সংস্থার এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর চেয়ার দখল করা আর সাংবাদিকতা এক নয়। সাংবাদিকতার কথা বাদ দিলেও, সাধারণ বুদ্ধিতেই ধরা যায় যে, একটি দুঃখজনক ঘটনাকে পণ্য বানিয়ে আরেকটি জীবনকে মৃত্যুর দিকে প্ররোচিত করা সাংবাদিকতা নয়। সংবাদমাধ্যম কারও বিচার করতে পারে না। শাসক দলের এক যুব নেতাকে বুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা একটি মোসেজও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই একটি মেয়েকে জড়িয়ে পোস্ট পড়েছে, এক সাংঘাতিক সংবাদমাধ্যমও পিছিয়ে নেই, মেয়েটির ছবি দিয়ে ‘খবর’ করেছে। যেমন খবর হয়েছে, সেটি মৃত্যুর দিকেই প্ররোচিত করা। মিডিয়া মনিটরিং • এরপর দুইয়ের পাতায়

উত্তোলন করবেন তেরঙ্গা, সাক্ষাৎ যীষুং, শান্তির সঙ্গে ‘আপেক্ষিত’ হওয়া নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সাংগঠনিক অভিধান অনুযায়ী, ‘ত্রিপুরা’ রাজ্য একটি ‘প্রান্ত’। সোমবার বিকালে ‘ত্রিপুরা প্রান্তে’ চারদিনের সাংগঠনিক সফরে আসেন

প্রথম পৃষ্ঠায় ‘রাজ্য সফরে মোহন ভাগবত’ শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই খবরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, সোমবার বিকেল ৩.৫৫ মিনিটে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের যষ্ঠ

কলম’। সোমবার তিনি রাজ্যে পা ফেলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘ প্রচারক এবং বিভিন্ন পদে আসীন স্বেচ্ছা সেবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চারদিনের রাজ্য সফরে আসা শ্রীভাগবত-এর সঙ্গে অনেকেই সৌজন্য সাক্ষাৎ করার

উন্নয়ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোমবার ত্রিপুরায় আসেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংঘ চালক ড: মোহন ভাগবত। আজ খয়েরপুর তোলাকোনাস্থিত সেবাদামে, আরএসএস প্রধান, ড: মোহন ভাগবত এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অবগত হন বলে খবর। বিশেষ করে, রাজ্যের সমস্ত জনজাতিদের ঐতিহ্য, পরম্পরাগত চর্চার বিকাশও আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন সম্পর্কে অবগত হন। তার পাশাপাশি, আন্তোদায় ও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজের বিষয়েও সন্তুষ্টি ব্যক্ত • এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

9774414298

53 Shishu Uddyan Bipani Bhan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞপন বিজ্ঞপন নামের পাশে ‘পারুল’ নামের পাশে ‘প্রকাশনী’ দেখে **পারুল প্রকাশনী**-র বই কিনুন

স্বন্দরীয় নেতা-কর্মীরা নানাভাবে দলে থেকেও বিচ্ছুক হয়ে উঠছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে ধরা দিচ্ছে শাসক দলের সঙ্গে আঁতাত-করা দল আইপিএফটি। বিশস্ত সুত্রের খবর, আগামী ২৭ তারিখ আইপিএফটি দলের সর্বোচ্চ কমিটি একটি আপৎকালীন বৈঠকে বসবে। দলের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং

শীর্ষস্তরীয় এক দুর্জন নেতা, বিভিন্ন মহলে এই দাবি করেছেন যে, খুব শীঘ্রই শাসক দলের উপর চাপ বাড়িয়ে মন্ত্রিসভা থেকে ‘হাত গুটিয়ে’ নিতে পারে দলটি। এত কিছুর মাঝেই আইপিএফটির এক অন্যতম শীর্ষ নেতা সোমবার রাতেই একই বিষয়ে বলেছেন, শাসক দল থেকে সমর্থন তুলে

টাকা নেই পশ্চিমের পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। স্টেট রাইফেলস জওয়ানদের অবসরের বয়স সাতান্ন থেকে ষাট বছর করার প্রস্তাব দিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে ফাইল পাঠিয়েছিল পুলিশ সদর দফতর। এক সময় অবসরের বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর, বাম সরকার তা বাড়িয়ে সাতান্ন করেছিল। প্রস্তাব ছিল জওয়ানদের রেশন মানি বাড়ানোর জন্যেও। সেসব প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়েছে বলে সুত্রের খবর। পুলিশে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নানা ক্ষোভ আছে, তুষের আঙনের মত তা জ্বলছে। রাজনৈতিক নেতাদের নানা আদার আর নির্দেশের ধান্য গুরেও যথেষ্ট বিরক্তি ক্ষোভ জমা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় থানায় থানায় পুলিশ কর্মীরা প্রাপ্য বাৎসরিক আলাউন্স পাচ্ছেন না। জানা গেছে, ভুট্টিনির নামে থানায় থানায় নজরদারি চালানো হচ্ছে, এদিকে বকেয়া জমি আছে অ্যালাউন্স। অন্যান্য জেলায় সেই অ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে বলে খবর, আর রাজ্যের প্রধান জেলা পশ্চিমে সেই টাকা দেওয়াই হচ্ছে না। এই নিয়ে একরাশ বিরক্তি উগড়ে দিয়ে এক এএসআই মন্তব্য করেছেন, আর পারছি না। শুধু পেটের দায়ে প্রতিদিন এই উর্দিটি গায়ে দিতে হচ্ছে, যদি পরাতাম আজই এই কাজ ছেড়ে দিতাম।

সর্বক্ষণের নিরাপত্তা সর্বহারাকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২৪ জানুয়ারি।। বাজিগত দেহরক্ষী থাকার পরও সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করলো। অনেকটা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য কিংবা বিজেপি প্রদেশ সভাপতির ন্যায় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক শ্রী চৌধুরীও যেকোনোই কর্মসূচিতে যাবেন এক গাড়ি নিরাপত্তারক্ষী সাথে সাথেই থাকবে। সম্প্রতি রাজ্য আরক্ষ দফতর ঠিক একাধেই সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো। আচমকা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের দরজা অবস্থান নিয়ে খোদ সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও শাসক দলের মধ্যেই ফিস-ফিস, গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যেখানে গত কয়েক মাস পূর্বে

সাংসদ তথা বিজেপির জনজাতি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব রেবতী ত্রিপুরার আগরতলার ভাড়া বাড়ি থেকে নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করা হয়, সেখানে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বেস্টনী নিশ্চিত করা কেন? শাসক দলের কৃষ্ণনগরের প্রধান কার্যালয়েও এ প্রশ্নে সমালোচনার ঝড় বইছে। রাজধানীর রাজনৈতিক মহলেও চলছে নানা গুঞ্জন। তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কেননা, ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়লাভ করার পরও বিজন ধর এবং তার পরবর্তী সময় গৌতম দাশ সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের পদ সামলেছেন। তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের এধরনের নরম মনোভাব দেখা যায়নি। গৌতম দাশ’র মৃত্যুর পর সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের

দায়িত্ব নিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরীর আসার পর আচমকা রাজ্য সরকারের সিপিআইএম প্রীতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে সাম্প্রতিক পুর ভোটের প্রাক্কালে গোটা রাজ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান এবং পাহাড়ে ত্রিপ্রা মথার দখলদারীতে প্রশস্ত বিজেপি ও খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজেও অবিয়াং নিয়ে শক্তি হায়ে পড়েন। শুরু হয় শাসক দলের নয়া রাজনৈতিক ঊর্ধ্বাধারের কথা প্রচারেও যাতে সামনের সারিতে না আসতে পারে সেই ব্রুপ্তিভা বাস্তবায়নের জন্য দল ও প্রশাসনকে কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। একাংশ রাজনৈতিক মহল পুর ভোটের প্রাক্কালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আচমকা ধনপুর অভিযানকেও এই রাজনৈতিক • এরপর দুইয়ের পাতায়

সাহারা’য় সমস্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আগরতলায় সাহারা’র রিজিওনাল অফিসে আমানতকারীরা টাকা পাওয়ার জন্য সোমবারে ভিড় করেছিলেন। কেউ মুড়ি বিক্রি করে টাকা জমিয়েছেন, কেউ বাড়ি বাড়ি কাজ করে টাকা জমিয়েছেন, অনেক দিন আগেই মোয়াদ পূর্ণ করলেও কেউই টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সাহারা’র ম্যানেজারকে আমানতকারীরা ঘিরে ধরেন। তিনি জানান, সূত্রিম কোর্টে মামলার কারণে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না বলে কোম্পানি জানিয়েছে। পরে তিনি বলেছেন যে, সবাইকে টাকা একসাথে দেওয়া যাবে না, অ্যাকাউন্টের নম্বর দিয়ে গেলে তিনি কোম্পানিকে জানানেন, যতটুকু টাকা পাওয়া যাবে, আমানতকারীরা ঠিক করবেন যে কে আগে টাকা পাবেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারছেন না, অথচ টাকা তুলতে পারছেন না। আমানতকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, সাহারা আগরতলা থেকে রিজিওনাল অফিসে গুটিয়ে নিচ্ছে।

মোগান্ধো এবার নখদন্তুহীন, নাখোশ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। দীর্ঘ বাম আমল জুড়ে তার কথায় বাধ আর গুরুত্ব নাকি এক ঘাটে জল করেছিলেন। কেউ মুড়ি বিক্রি করে টাকা জমিয়েছেন, কেউ বাড়ি বাড়ি কাজ করে টাকা জমিয়েছেন, অনেক দিন আগেই মোয়াদ পূর্ণ করলেও কেউই টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সাহারা’র ম্যানেজারকে আমানতকারীরা ঘিরে ধরেন। তিনি জানান, সূত্রিম কোর্টে মামলার কারণে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না বলে কোম্পানি জানিয়েছে। পরে তিনি বলেছেন যে, সবাইকে টাকা একসাথে দেওয়া যাবে না, অ্যাকাউন্টের নম্বর দিয়ে গেলে তিনি কোম্পানিকে জানানেন, যতটুকু টাকা পাওয়া যাবে, আমানতকারীরা ঠিক করবেন যে কে আগে টাকা পাবেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারছেন না, অথচ টাকা তুলতে পারছেন না। আমানতকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, সাহারা আগরতলা থেকে রিজিওনাল অফিসে গুটিয়ে নিচ্ছে।

চটপট উত্তর ছিলো, মোগান্ধো খুশ হোয়া।। সুরজিৎবাবু নিজেকে বরাবরই মোগান্ধো ডেবেই খুশি হয়েছেন এবং এটা ঘটনা সেবার সমীর চক্রবর্তীকে হারিয়ে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর সেই মোগান্ধো খুশ থাকতে পারছেন না। জানা গেছে, তারই মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব নাকি নেতারাও হেরে ভুত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ বিধায়ক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়ে যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে রামনগরের সুরজিৎবাবুর হাত থেকে প্রায় সমস্ত ক্ষমতারই হস্তান্তর হয়েছে মণ্ডল সভাপতি তাপস দেব’র কাছে। এতদিন পর্যন্ত রামনগরের যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে ধরে রেখেছিলেন সুরজিৎবাবু, এখন সেই আকর্ষণ স্থানান্তর হয়ে তাপসবাবুর কাছে

গিয়েছে। এবারের পুর নিগমের ভোটে তাপসবাবুর স্ত্রী কাউন্সিলার হয়েছেন। তিনি জিৎ শিঙবিহার স্কুল এবং প্রগতি বিদ্যাভবনের স্কুল পরিচালন কমিটির অন্যতম প্রধান কর্তা। মণ্ডল সভাপতি হওয়ার দরুন গোলাচক্করের ইন্সটিটিউটে চেকপোস্ট, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য সহ গোটা রামনগরের বহুবিধ কর্মক্ষেত্রেও সবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। যে কারণে সুরজিৎবাবুর কমিটিতে ৭০ শতাংশ লোকের মধ্যে ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশকে নিজের কট টেনে নিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি। বাদবাকি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ এখনও সুরজিৎবাবুর প্রতিই আস্থা রেখেছেন। সুত্র বলছে, সুরজিৎ দত্ত পরবর্তী রামনগরের বিধায়ক পদের দাবিদার ছিলেন দীপক • এরপর দুইয়ের পাতায়

খবরের জেরে অভিযান, গ্রেফতার শূন্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। প্রতিদিন গাঁজা অভিযানের নামে নামকওয়াস্তে ‘অভিযান’ জারি আছে। গাঁজা চাষ, গাঁজা বিক্রি বা

পুলিশের ‘গাঁজা অভিযান’। সোমবারও তাই হলো। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার প্রথম পৃষ্ঠার এক খবরের নিরিখে গাঁজা গাছ আওনে পুড়ল। কিন্তু দোষীরা কেউই

নানাভাবে প্রতিদিন ব্যর্থতার নজির গড়ছেন। সোমবার আরও একটি লোক দেখানো গাঁজা অভিযানে

গাঁজা চাষ করছে, তাদের কারোর টিকির নাগাল পানেন না পুলিশ আধিকারিকরা। লজ্জার মাথা এবং

পুলিশের এক আধিকারিক। রাজ্য পুলিশের তরফে সোমবার এনসিসি ডিভিশনের এসডিপিও পারমিতা



নেমে রাজ্য পুলিশ নিজের ‘চিরিত্র’ বজায় রাখলো। গাঁজা গাছ কেটে সেগুলো পুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ‘অভিযান’ শেষ করলো রাজ্য পুলিশ। গ্রেফতার নেই। কেবা কারা

মুখ খেয়ে, পুলিশ গাঁজা ক্ষেতে গিয়ে গাছ কাটে আর আওন ধরায়। সোমবারও নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে অবশেষে নিজেদের পিঠি নিজেরাই চাপড়ালেন রাজ্য

পাণ্ডে শহরে গাঁজা অভিযানে বেরিয়ে গাঁজা গাছে আওন লাগিয়েছেন। সোমবার এই প্রতিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ‘স্মার্টসিটিতে গাঁজা • এরপর দুইয়ের পাতায়

স্মার্টসিটিতে গাঁজা চাষ শুরু

ফ্ল্যাশ ব্যাক ৪

২৪/০১/২০২২

গাঁজা চক্রের সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমাইন্ড একজনকেও গ্রেফতার করার নামে নাম নেই। শুধু হাত-দা আর পুলিশি লাঠি দিয়ে গাঁজা গাছ কেটে ফেলা এবং কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা। এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাজ্য

পুলিশের জালে ধরা পড়লো না। প্রতিমাসে লক্ষ-লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তথা এসবি’র আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য বেরিয়ে গেলেও, লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। রাজ্য পুলিশ

(ভারত সরকার অধিনস্ত একটি সংস্থা)		
গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি।		
এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের উচ্চ চাপ যুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহিজলা জেলার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং এই লাইন গুলি দ্বারা নিপকো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (আর.সিন.নগর), টি.এস.ই.সি.এল রুখিয়া, বড়মুড়া এবং আগরতলা শহর গ্যাস সরবরাহকারী ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোঃ লিঃ এর প্রাকৃতিক গ্যাস (শহরে পি.এন.জি এবং সি.এন.জি সরবরাহ করার জন্য এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কারখানায় জ্বালানির কাজে ব্যবহার করার জন্য) সরবরাহ/স্থানান্তরন করা হচ্ছে।		
বিভিন্ন জেলার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন যাওয়ার বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল -		
পাইপ লাইন অংশ	জেলা	
১২” ডোম ডেস্প্যাচ থেকে আনন্দনগর	পশ্চিম ত্রিপুরা	
১০” কোনাবন ট্যাপ-অফ থেকে আনন্দনগর	পশ্চিম ত্রিপুরা	
১২” আনন্দনগর থেকে নিপকো	পশ্চিম ত্রিপুরা	
৪” ডুকলি থেকে মহারাজগঞ্জ	পশ্চিম ত্রিপুরা	
১২” কোনাবন ডেস্প্যাচ থেকে কোনাবন ট্যাপ-অফ	সিপাহিজলা ত্রিপুরা	
৮” কোনাবন ট্যাপ-অফ থেকে রুখিয়া	সিপাহিজলা ত্রিপুরা	

পেট্রোলিয়াম এবং মিনারেলস পাইপলাইনস (পি & এম.পি) অ্যাক্ট, ১৯৬২

অনুসারে উল্লিখিত পাইপলাইন বসানোর জন্য ভূমির উপর গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর ব্যবহারকারি অধিকার অর্জিত আছে। পাইপলাইন বসানোর পরে ভূমি, ভূমির মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে চাষাবাস এবং সাধারণ শস্য জাতিয় উদ্ভিদ চাষ করার জন্য। এই পাইপলাইনগুলো বর্তমানে/ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন কারখানাতে গ্যাস চাহিদার যোগান দেয়/দেবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে গার্হস্থ্য/ব্যবসায়িক ভোক্তাদের নিকট পরিষ্কার জ্বালানি সরবরাহ করা হয় এবং সংকুচিত রূপ সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে যানবাহনে ব্যবহার করা হয়। এই পাইপ লাইনগুলো দেশের উন্নতি এবং পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

যেহেতু, এই পাইল পাইনগুলো প্রচন্ড দহনশীল এবং বিপজ্জনক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে, তাই ভূমি আইন এবং অ্যাক্ট অনুসারে কোন দালাল ঘর নির্মাণ অথবা যেকোন গঠন; জলাশয়, চৌকাচা, বাঁধ ইত্যাদি খনন এবং নির্মাণ অথবা বড় গাছ লাগানো কর্তোরাভাবে নিষিদ্ধ। এই ধরনের কার্যকলাপ ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং জনসাধারণের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং পাইপলাইন সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং, জনসাধারণকে অবগত এবং অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে এই ধরনের কার্যকলাপ না করা হয়; যার ফল স্বরূপ একটি সুরক্ষিত পাইপলাইন গঠিত হবে। ভূমি আইন এবং অ্যাক্ট অনুসারে যদি কেউ পি & এম.পি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করে তবে তাহা শাস্তিযোগ্য এবং দহনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং অনধিকার প্রবেশকারির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও, আর.আই.উ তে এই ধরনের কার্যকলাপের খবর জ্ঞাপন এবং সম্ভাব্য অসুরক্ষিত অবস্থা সম্পর্কে দয়া করে অবগত করুন, গেইল (ইন্ডিয়া), লিমিটেড, আগরতলা (রাধানগর বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে), পোস্টঃ ৪ অজয়নগর, আগরতলা, জেলাঃ পশ্চিম ত্রিপুরা, যোগাযোগ নম্বরঃ- ০৩৮১-২৩২-৩৭৬৮ / ২৩২-০৯৭৫ / ২৩০-২৫০৯ ও ০৩৮১-২৩২৩৯৩৩, টোল ফ্রি নম্বরেঃ ১৮০০১১৮৪৩০ ও ১৫১০১০.

সোজা সার্প্টা অবৈধ মদ

অবৈধ মদের সন্ধানে নেমেছেন শাসক দলের এক তাবড় নেতা। করোনার স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে দলবল নিয়ে তিনি এখন অবৈধ মদের সন্ধানে এখানে-ওখানে হানা দিচ্ছেন। এরাভ্যে সরকার বদলের পর দেখা গিয়েছিল খোদ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে গিয়ে মদের বোতল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী যখন স্কুলে স্কুলে মদের বোতলের সন্ধান করছেন তখন দেখা গেলো রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যে কয়েকশো নতুন মদের দোকান খুলে দিলেন। শহরে চালু করা হলো মদের বার। সবার জানা, এই সমস্ত নতুন মদের দোকানের আসল মালিক কারা। তবে শোনা যাচ্ছে, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলিতে মদ বিক্রি নাকি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। লাইসেন্সহীন মদের বিক্রি নাকি বেড়ে চলছে। আর তাতেই নাকি অনেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের মালিক চিন্তিত তাদের ব্যবসা নিয়ে। অনেক এলাকায় নাকি বৈধ মদের দোকানের চেয়ে অবৈধ মদের দোকানে বিক্রি বেশি। আর তাতেই নাকি কোন কোন বৈধ মদের দোকানের আসল মালিক চাইছেন, অবৈধ মদের করবার বা ব্যবসা বন্ধ করতে। আর তার প্রতিফলন নাকি হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। প্রশ্ন হচ্ছে, বৈধ হউক বা অবৈধ। মদ বিক্রি কতটা জরগরি? মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান না করে শুধু অবৈধ মদের খোঁজে যারা নেমেছেন তারা আসলে ঠিক কি কারণে এতে অংশ নিচ্ছেন তা কিন্তু মানুষের অজানা নয়। রাজ্য সরকারকে চাপ দিন। বলুন, মদের দোকান কমাতে বা রাজ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করতে। অবৈধ মদ বিক্রিকে বন্ধ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত গোটা রাজ্যেই মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা না হবে।

পবিত্রকে ফের জেরা

●**আটের পাতার পর** - জমা করতে পারেনি পুলিশ। বাদল চৌধুরীর মামলায় জোর থাকা খাওয়ার পর এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করের পেছনে লেগেছে। সোমবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডাক পেয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেবকে নিয়ে ছুটে যান পবিত্র কর। জিজ্ঞাসাবাদের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পবিত্র কর এবং তার আইনজীবী ভাস্কর দেব। পবিত্রবাবু পরিষ্কারভাবেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকারে ছিল। সরকার থেকে বামফ্রন্ট যাওয়ার পরই বলা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী থেকে সবাইকে জেলে ঢোকানো হবে। এখানেও নির্বাচনের আগে থেকে বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সবাইকে (জেলে রাখা হবে। আমরা যারা সরকারের ভুল কাজে প্রতিবাদ করছি তাদের উপর রেব বেশি বিজেপি জোট সরকার গঠনের পর থেকেই। বামপন্থী কর্মীদের উপর আক্রমণ চলছে। এখন পর্যন্ত ২১ জন বামফ্রন্টের কর্মী মরে হয়েছে। বামপন্থী কর্মীদের সবজি ক্ষেত কেটে দেওয়া হচ্ছে, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়। এইভাবে অত্যাচার চলছে। যে কারণে আমাদের উপর মানুষের সমর্থনও বাড়ছে। এসব বুঝেই শাসকদল আমাদের উপর নির্যাতন করতে পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে। এদিকে পবিত্রবাবুর আইনজীবী ভাস্কর দেব জানান, অভিযোগ করা হয়েছে পবিত্র করের নামে ২৮ কোটি টাকার বোনামি সম্পত্তি আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনও প্রমাণ নেই ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে। হেনস্থা করতে একই প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে। আগের দফায়ও চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পবিত্র করকে জেরা করে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল তা এদিন আবারও করলেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে কিছুই লাগেনি। শুধুমাত্র হেনস্থাই করা হচ্ছে।

আত্মঘাতী মহিলা

●**আটের পাতার পর** - সুভদ্রাকে। তার বাড়ির জায়গার কাগজও আটকে রেখেছে শব্দু। সুভদ্রার মেয়ের বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার জিনিসপত্রও ছিনিয়ে নেয় শব্দু এবং নেহাল চন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা কাজল খাবিদাস। টাকা ফিরিয়ে দিতে জায়গা বিক্রি করতে চেয়েছিলেন সুভদ্রা। কিন্তু জায়গার কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে রাজী নন শব্দু খাবিদাস। টাকার জন্য শারীরিকভাবে নির্যাতনও করা হয় সুভদ্রাকে। প্রকাশ্যেই তাকে গালিগালাজ করা হতো। অপমানে সুভদ্রা নিজের বাড়িতেই বিবপান করেন। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিডিপি হাসপাতালে। চিকিৎসাস্থান অবস্থায় মারা গেছেন তিনি। এই ঘটনায় পুলিশ একটি আত্মতাত্বিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে মৃত্যুর পরজন বিএসএফ’র জওয়ান শব্দু খাবিদাসের নামে থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। শ্বশুর চাপে একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে রাজ্যে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকের

●**আটের পাতার পর** - সরকারের কাছে আবেদন করছি এই মৃত্যু মিছিল আটকানোর জন্য। সহকারের মানবিক মুখ আমাদের এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে পারে। প্রতিনিয়ত একের পর এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিবারগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখুক সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা

● **প্রথম পাতার পর** করেন বলে জানা যায়। কোভিড অতি মারী পরিস্থিতিতে টিকাকরণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে ভিন্নভাবে সংকীর্ণতার উৎর্ধে গিয়ে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে তারও প্রশংসা করেন বলে খবর।
এর পাশাপাশি, পূর্ণব্রাজা দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে আগামী ২৫ বছরের রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যেভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে, তার জন্যও শুভেচ্ছা জানান বলে জানা যায়।
কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ আর্থিক সমন্বয়ে, অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যে বিকাশের এক নতুন দিশায় অগ্রসরের বিস্ময়েও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে জানা যায়।

ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর** এসব কিছুর

পেছনে কাঠি নেড়েছেন রাজ্যে আরএসএস’র দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম প্রধান নিখিল শংকর নিবাস। এ

রাজ্যটি আরএসএস’র নিজস্ব সাংগঠনিক ভাষায়, তিন বিভাগে বিভক্ত। আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগর বিভাগ। আগরতলা বিভাগের অন্তর্গীন খোয়াই-পশ্চিম জেলা এবং সিপাহিজলা জেলা। ধর্মনগর বিভাগে উনকোটি, উত্তর এবং ধলাই জেলা। অন্যদিকে উদয়পুর বিভাগের আওতাধীন দক্ষিণ এবং গোমতী জেলা। এই প্রত্যেকটি বিভাগ থেকেই অনেকে অনায়াসে নিজেদের পদ এবং দায়িত্বের নিরিখে শ্রীভাগবতের সঙ্গে দোলা করার ডাক পেতে পারেন। আরএসএস’র ভাষায়, ‘আপেক্ষিত’ হতে পারবেন। সাংগঠনিকভাবে ডাক পাওয়ার বিষয়টিকে, এই প্রতিষ্ঠানে ‘আপেক্ষিত’ হওয়া বলা হয়। নিখিলবাবুর দৌরাচন্দ্রো নাজেহাল ইতিমধ্যেই বহু রাজ্যস্তরীয় আরএসএস শীর্ষকর্তা ব্যক্তিত্ব। লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে খবর। চারদিনের সফরে ৭১ বছর বয়সী আরএসএস প্রধান শহরের বাইপাস অঞ্চলের তুলাকোনায় অবস্থিত সেবাধামে অবস্থান করছেন। আরএসএসের নাগপুর কার্যালয়ের অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী, অবস্থানকালে তিনি রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মা সঙ্গে শান্তিকালী মহারাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন। শুধু তাই নয়, আগামী ২৬ তারিখ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তিনি সেবাধামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। কথা ছিল, গত ২৩ তারিখ সকালের বিমানেই রাজ্যে অবতরণ করছেন। বাস্তবে তিনি ২৪ তারিখ বিকেলে রাজ্যে আসেন। খবর, তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই রাজ্যে এসেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য ৬টি রাজ্য থেকেও প্রায় ২১ জন প্রতিনিধি উনার সফরকালে রাজ্যে আসবেন বলে জানা গেছে। আরএসএসের শাখা সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদ, দুর্গা বাহিনী, কল্যাণ আশ্রম সহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা শ্রীভাগবতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। মুম্বাইয়ের জনতা কংগ্রেজের বিজ্ঞান স্নাতক এবং কলমপুরের সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের প্রাক্তনী শ্রীভাগবত উনার সফরকালে শংকর চৌমুহনিস্থিত কেশব মন্দিরেও একদিন আসবেন বলে অসমর্থিত সূত্রটি জানিয়েছে।

রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থ ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভভ্রমণবর্তায় তিনি বলেন, এই দিনটি আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গণতান্ত্রিক বেশে বানানোর সন ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ সনের ভারতের সংবিধান সভা দ্বারা গৃহিত সংবিধান এই দিনে ১৯৫০ সনে লাগু করা হয়েছিল। তিনি এই শুভ দিনে সং এবং আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে যারা দেশের ভূমি, সমুদ্র এবং আকাশ সীমান্ত রক্ষা করে আসছেন সেইসব সশস্ত্র বাহিনী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সাহসী বীর জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের বিকাশ দেশের প্রতিটি অংশের বিকাশের উপর নির্ভর করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ছাড়া ভারতের বিকাশ অসম্পূর্ণ। তাই ভারত সরকার এই শ্রুত উন্নয়ন এবং প্রগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যপাল এই শুভ মুহূর্তে ত্রিপুরা রাজ্যকে উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ বানানোর জন্য সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাম আমলে রইস্যাবাড়ি

● **প্রথম পাতার পর** হওয়ার কথা। কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে ৭৭৫টিতে। প্রথা মোতাবেক কাজ শুরু হয়ে গেলে তখন আবার জিও ট্যাগিং করতে হয়। এক্ষেত্রে ৭৭৫টি কাজই জিও ট্যাগিং হওয়ার কথা। কিন্তু হয়েছে মাত্র ৫৬৮টিতে। বাদবাকি ২০৭টি কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম জিও ট্যাগিং হয়নি। কাজ শুরু হয়েছে অথচ জিও ট্যাগিং হয়নি— সম্ভব? নশ্চিতভাবেই কাজ শুরু হয়েছে দেখানো হলেও আদতে কোনওরকম কাজও শুরু হয়নি। সে কারণেই হয়তো-বা সেখানে জিও ট্যাগিং সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি একই সঙ্গে ৫৬৮টি কাজ শুরু হলে একসঙ্গেই তা শেষ হওয়ারও কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ২২৪টিতে। এক্ষেত্রেও আবার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর জিও ট্যাগিং হয়েছে মাত্র ৭৫টিতে। বাদবাকি ১৪৯টি কাজের কোনও জিও ট্যাগিং হয়নি। চলতি অর্থ বছরের আয় মাত্র দু’সাম বাকি। রেগার কাজের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৩৬ শতাংশ জিও ট্যাগিং হয়নিও বাকি রয়েছে। অভিযোগ, এক্ষেত্রেও আবার মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে দফতরের ইজ্ঞত বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সোশ্যাল অডিট। গ্রামোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মার অত্যন্ত আপনজন সোশ্যাল অডিটের অধিকারী সুনীল দেববর্মী। ফলে সোশ্যাল অডিট করতে গিয়েও সুনীলবাবু বরবরই উপমুখ্যমন্ত্রীর সন্ধান বাঁচানোর কাজ আগে করেন। তথ্যে গৌজমিল দিয়ে হলেও এক্ষেত্রে যা কল্যাফল এসেছে এতে ঢালাও গৌজমিল রয়েছে বলেও খবর। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর রইস্যাবাড়ির মানুষের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এখানকার মানুষের বক্তব্য, রেগায় যে কলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃজনক। এখানকার রেগা শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও যেভাবে ছেলেখেলা হয়েছে এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা ভিহারির ঘর চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিযান, গ্রেফতার শূন্য

কুইকলি পছন্দ গোয়া হয়।। আরেক দেখা কি ইনফরমেশন কারেরই হায়ে। এই কথাগুলো এদিন যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পারমিতাদেবী বললেন, তখন আদতে তিনি প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরটিকে বাহবা দিলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে ‘হামারে পাস ইনফরমেশন থা’ বললেও তিনি অভিযানে নেন স্পষ্ট বৃথিয়ে দিয়েছেন, নব্য চাকরি পাওয়া এই পুলিশ অধিকারিকে আসলে চাকরি জীলশের শুরুতেই খেপাণ্না। যদি পারমিতাদেবীদের কাছে ‘ইনফরমেশন’ থাকতোই, তাহলে কেন কাউকে গ্রেফতার করল না এদিন পুলিশ? গ্রেফতার ছাড়া এমন অভিযানের কি মানে? গত চার বছরে গাঁজা চাষের সঙ্গে জড়িত কত জনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ? এছাড়াও পলিউশন, রাজ্য পুলিশ আসলে কি কাজ করছে গাঁজা চাষিদের ধরার জন্য? শহরের উপর গাঁজা চাষ শুধু হয়ে গেছে। পুলিশ আগায় অভয় পাশিয়ে গিয়ে গাঁজা কারবারিদের গ্রেফতার করেছে বা

লোকসভা সচিবালয় বলেন যে আভার সেক্রেটারি বর নীচের ৫০ শতাংশ অফিসার নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে অফিসে আসতে পারেন। লিফট এবং করিডোরে যাতায়াতের ভিড় এড়াতে একটি নির্দিষ্ট দিনে অফিসে উপস্থিত সমস্ত কর্মচারীদের কাজের সময়সকাল ১০টা থেকে ১০.৩০য়ের মধ্যে স্থির করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মোট ৩.৩৬ লক্ষ (৩, ০৬,৩৬৪) নতুন করোনা আক্রান্তকে সনাক্ত করা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে ভারতের মোট কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা ৩.৯৫ কোটিতে পৌঁছে গেল।

প্রচারের নয় পস্থা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি।। অভিব প্রচারের পথ বেছে নিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর লক্ষ্য শুধু এখন দিল্লি নয়। দিল্লির বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও আপ সমর্থন তৈরি করা। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মধ্যে চারটিতেই তাঁর দল লড়ছে। আপ লড়াই করবে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া ও উত্তরাখণ্ডে। এদিকে রয়েছে করোনার কাঁটা। জনসভায় হয়েছে কাটছাঁট। প্রচারের বড় ভরসা ডিজিটাল মাধ্যম। এই মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েই অভিব প্রচার শুরু করবেন আপ প্রধান কেজরিওয়াল। দিল্লিতে আম আদমি পার্টি কী কী কাজ করেছে তা যদি কেউ ভুলে গিয়ে থাকে তাহলেই মিলবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নৈশভোজ করার সুযোগ। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, “আম বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই একটি ডিজিটাল প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে।

সর্বহারাকে

● **প্রথম পাতার পর** সমীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে বলেও মনে করেন। যার সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে যা ঘটনো তার আর কিছু না হোক কিছু দিনের জন্য হলেও প্রচারের আলোতে তুমুল লক্ষ্য কংগ্রেসকে সিপিআইএম থেকে এগিয়ে থাকে সিপিআইএম। জাতিহঁ করার চেষ্টা হয় যে, তৃণমূল নয় সিপিআইএম দদই রাজ্য রাজনীতির দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে। যদিও পুর ভোটার সার্বিক ফলাফল রাজনীতির এই কুঁচটালনে নস্যাত্ত করে দিয়েছে। আর তখন থেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ে শাসক দল বিজেপির নেতৃত্ব। কেননা, সামনেই রাজ্য বিধানসভা ভোট। শাসক দল বিজেপিকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন বিজেপী ভোট বিভাজন। না হলেই হতে পারে বিপর্য। তাই এবারও তৃণমূল ও সংস্কারপন্থীদের ঠেকাতে নতুন নতুন ব্লুপ্রিন্ট রচনা করে প্রেরণায় শিবির।
আসন্নদাক জিতেন্দ্র চৌধুরীর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা কেন্দ্রীনি নিশ্চিত করা শাসক দলের রাজনীতির নয়া ব্লুপ্রিন্টের অংশ কি না তা নিয়েই সোমবার দিনভর বিভিন্ন মহলেই চলে জোর বিতর্ক।

চেয়ার নড়ে

● **প্রথম পাতার পর** সেল আছে, ডিএম তার প্রধান, সেই কমিটিতে বুজিঙ্গীরীরা আছেন। অথচ কোনও ব্যবস্থা নেই। কোনও সাড়াশব্দ নেই। চোয়ার আটকে রেখে দায়িত্ব পালন না করা যেমন দায়িত্বে অহেতান, তেমনই এরকম খবরে কোনও দুঃজনক ঘটনা হয়ে গেলে, সেই দায়িত্ব কে নেবে। বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক, সাধারণ বুদ্ধি এই লবিই রাখে। সেই সংবাদমাধ্যম আদালতের খবর নিয়ে গড়গোলাজ করে একবার ডিএম’র নোটিশ পেয়েছিল, তখন অন্য সরকার। আবার তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে উদ্ধার পেয়েছিল। যদিও পরে আবার এই নিয়ে বঞ্চনা, নির্যাতন’র গল্প ফেঁদেছে তারা।

তাদের অজ্ঞ খবর নিয়ে মানুষের অজ্ঞ অভিযোগ, মুখে মুখে তাদের নাইই বিকৃত হয়ে গেছে।

দুই রাষ্ট্রল

● **সাতের পাতার পর** থাকার পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি, বড় রানও আসেনি। কোনও সফর ভালো যাবে, কোনওটা খারাপ। তবে সুস্থ প্রতিযোগিতাও রয়েছেদলের মধ্যে, অনেকেই সুযোগের অপেক্ষায়। ফলে পরিস্থিতিও বেশ কলনৈই।

পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোমবার টিএসআর প্রথম এবং দ্বিতীয় বাহিনীর চারটি কোম্পানি হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই গুলি হল, যথাক্রমে- মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত টিএসআর প্রথম বাহিনীর অভ্যন্তরে কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও বড়কাঁঠাল - সি-কোম্পানি হেডকোয়ার্টার। জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত বুরাখায় অবস্থিত-টিএসআর ২-য় ব্যাটলিয়নের অন্তর্গত ই-কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর অন্তর্গত -বিনন কোবরা এ -কোম্পানি হেড কোয়ার্টার। মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত টিএসআর জওয়ানরা অকপটে জানালেন, কোনোদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী এভাবে কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে এসে তাদের বিভিন্ন সমস্যা বা অন্যান্য বিষয়ে জানার চেষ্টা করেননি। এতে তাদের মনোবল অনেকটা বাড়াবে। তবে, অবাক করার বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য পৃথক ভাবে খাবারের ব্যবস্থা থাকলেও, সেই জায়গায় না গিয়ে, এদিন জওয়ানদের জন্য প্রস্তুত খাবারই খেলেন তিনি। শুধু তাই

নয়, টিএসআর জওয়ানরা যে জায়গায় বসে খাবার গ্রহণ করেন সেখানে বসেই মুখ্যমন্ত্রীও খেলেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও কিভাবে এতটা সরল হতে পারেন, তা দেখে অপ্রস্তুত জওয়ানরা তাজ্জব বনে যান। পরিদর্শনের মাঝে, প্রতিটি কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে সৈনিক সম্মেলনে-টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তম বেতনক্রম, পোশাক, পদোন্নতির উদ্যোগ, ডিএ, বহিরাংজো ব্যাটেলিয়ন পাঠানো-সহ রাজ্য বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান জওয়ানরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিএসআর বাহিনীতে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত কর্মরত জওয়ানরা, ঠিক কেমন আছেন তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ও মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যারা নিরলসভাবে কাজ করে যান, তাদের জীবনশৈলী ও প্রাত্যহিক বিভিন্ন অভ্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই এদিনের পরিদর্শন। টিএসআর দের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্য সরকার যে আন্তরিক তা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ছিল

অনেকাংশেই স্পষ্ট। রেশন অর্থ বৃদ্ধি, টিএসআরদের চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো সহ ইতিবাচক বিভিন্ন বিষয় গুলি যে রাজ্য সরকারের বিবেচনায় রয়েছে তা একপ্রকার ইঙ্গিত মিললো। এদিন, মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর জওয়ানদের থাকার জায়গা, তাদের বিছানা, রেশন সামগ্রীর গুণগত মান, শৌচালয়, খাবার ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। এমনকি জওয়ানদের বিছানায় নিজে বসেন। এর আগে কোনো মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে গিয়ে এইভাবে খোঁজ নিয়েছেন কিনা, তা বলা দুশ্বর। আংশিক যে যে বিষয় গুলি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে, তৎক্ষণাৎ ওই ব্যাক্সের আংশিক মেরামতি-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে সংকল্প নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেক্ষেত্রে টিএসআর জওয়ানদেরও সজাগ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন। বর্তমানে টিএসআর বাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মহিলারাও, এমনকি জনজাতি মেয়েরাও এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য আগ্রহী হচ্ছেন। রাজ্যের মানুষের

মানসিকতা পরিবর্তনের তা এক ইতিবাচক দিক। বিগত সরকারের বিভিন্ন নেতিবাচক ব্যবস্থাপনার ফলে একাংশ টিএসআরগণ মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু রাজ্যের এই গর্বের বাহিনীর ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। স্বতন্ত্রস্বাদ দমনে এই বাহিনীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সৈনিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত মতবিনিময়ে বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা তুলে ধরলেন স্বতন্ত্রস্বাদ দমনে তাদের মুখোমুখি হওয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলী। মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পে অধিকাংশ টিএসআর জওয়ানরা কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা যেমন আমাদের অন্নদাতা, এই কৃষক পরিবারই আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। এই বাহিনীতে কর্মরত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিযুক্ত জওয়ানরা নিজের এই বাহিনীতে কাজের অভিজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন। মত বিনিময়ে উঠে আসে, প্রথমবার টিএসআর বাহিনীকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। বর্তমানে যারা রাজ্যের বাইরে কর্মরত রয়েছেন, তারা বিস্মিতে আগ্রহী নন। তবে এই বাহিনীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের গোপনীয়তা ও গুপ্তস্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গতানুগতিক কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সবুজায়ন, বাগান সৃজন, নানান শাক সব্জী চাষ এর মত কর্মকাণ্ডে সার্জনের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক। আগামী দিনে আরও টিএসআর বাহিনী রাজ্যের বাইরে কর্তব্যে পাঠানোর বিষয়েও ইঙ্গিত মিলে। এদিন টিএসআর ক্যাম্প হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য শুল্ক মনানিদের ক্ষেত্রে ভিএস যাদব সহ টিএসআর এর অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়বে ত্রিপুরা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়বে। মৌসম ভৱনরের সর্বশেষ রিপোর্টে এমনটাই জানা গেছে। পিঙ্কু ছাড়ছে না পশ্চিমী বন্ধু। একটির সক্রিয়তা না কমতেই অপরটি সক্রিয় হয়ে পড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর -পূর্বের রাজ্যগুলিতে। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে আগামী দুদিন বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশা এবং শৈতপ্রবাহেরে সড়কতা জারি করা হয়েছে। একের পর এক পশ্চিমী বন্ধু প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বলা ভাল একটির প্রভাব কমার আগেই অপর একটির প্রবেশ হচ্ছে। এই মুহূর্তে একটি পশ্চিমী বন্ধু ঘূর্ণাবর্তের রূপে পাঞ্জাব এবং সংলগ্ন এলাকার ওপরে অবস্থান করছে। এছাড়াও ২৯ জানুয়ারি নাগাদ অপর একটি পশ্চিমী বন্ধু পশ্চিম হিমালয়ে প্রবেশ করবে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ড এবং সংলগ্ন এলাকার ওপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। একটি অক্ষরেখা পাঞ্জাব থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ২৬ জানুয়ারির মধ্যে হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে এবং সিকিমে হাফা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে হাফা বৃষ্টি হতে পারে বিহার, ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায়। আগামী পাঁচদিন হাফা বৃষ্টি হতে পারে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ২৭ জানুয়ারির উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে হাফা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আর ২৯ জানুয়ারির পশ্চিমী বন্ধুর কারণে পশ্চিমী হিমালয় অঞ্চলে ২৯-৩১ জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টি কিংবা তুষারপাত হতে পারে। আগামী দুদিন রাত কিংবা সকালের দিকে ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। উত্তর-রাজস্থান এবং ঝাড় খণ্ডে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও জায়গায় ঘন কুয়াশার তৈরি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ও সিকিমে এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে হরিয়ানা-চণ্ডীগড়, দিল্লি, পূর্বউত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরায়। ওড়িশায় এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আগামী দুদিন।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর শোক



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপকর দে-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। সোমবার সকালে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মনুভাজার গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে তিনি রূপকর দে-এর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। প্রয়াসের মরদেহে মাল্যদান করেন। বিধায়ক শংকর রায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরাও মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মনুভাজার থেকে মনুভাজার শ্মশানঘাট পর্যন্ত শোকযাত্রায় অংশ নেন।

বরখাস্ত রীতেশ-জয়প্রকাশ

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি।। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বরখাস্ত রীতেশ-জয়প্রকাশ। গতকালই দল বিরোধী মতবোয়র জন্য জয়প্রকাশ মজুমদার ও রীতেশ তিওয়ারীকে শোকজ করেছিল রাজ্য বিজেপি। শোকজের চিঠিতে লেখা হয়েছিল, দলবিরোধী মতবোয়ের জন্য কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানাতে। তবে এখনই শোকজের জবাব দিচ্ছেন না বলেই স্পষ্ট করেছিলেন জয়প্রকাশ ও রীতেশ। এই কারণেই তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দলের ‘বিদ্রোহী’ নেতাদের নিয়ে রাজ্য বিজেপির অন্দরে ডামাডোল অব্যাহত। এর মধ্যেই জয়প্রকাশ ও রীতেশকে শোকজের সিদ্ধান্ত নিল দল। জয়প্রকাশ ও রীতেশের দলীয়

শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রসঙ্গে সোমবার ভাট পাড়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির দাপটে নেতা অর্জুন সিংহ মন্তব্য করেন, কারও যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তা দলের অভ্যন্তরেই বলা উচিত। সোমবার দিন একইরকম মন্তব্য করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শোকজ-এর চিঠি প্রসঙ্গে তাঁর মত, “পার্টি যেকোনও সময়েই যেকোনও কর্মীকে শোকজ করতে পারে। যদি পার্টি মনে করে। তাতে কোনও অসুবিধার কিছু নেই। বাকিটা দলের ব্যাপার। দল বুঝে নেবে।” তবে এই ‘বিদ্রোহ’-এর আবহে ঘর গোছাতে উদ্যোগী রাজ্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, দলের প্রতি অনাস্থা দেখানো নেতাদের ক্ষোভ ভাঙাতে পাঁচটি জোনের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করতে

চলেছেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। তার মধ্যে মঙ্গলবার প্রথম বৈঠক হতে চলেছে নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে। যার মধ্যে রয়েছে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাও। এই সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে জেলা সভাপতি এবং পর্যবেক্ষকদের। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মূলত মতু যাদের গড় হিসেবেই পরিচিত। মতু যাদের নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। এমনকি দলবিমুখ নেতাদের সঙ্গে পিকনিক করতেও দেখা গেছে মতু যা নেতা তথা বনগাঁ’র বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে। তবে এই বৈঠক কেবলমাত্র একটি সাংগঠনিক বৈঠক বলেও দাবি করেছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দরিদ্রের আয় কমেছে ৫৩ শতাংশ

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি।। অর্থনীতিতে উদারীকরণের পর ১৯৯৫ সাল থেকে দেশের দরিদ্রতম ২০ শতাংশের বার্ষিক আয় বেড়েছিল। অতিমারির আবহে পরিস্থিতি ফের ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ২০১৫-১৬ সালে ওই ২০ শতাংশের যা বার্ষিক আয় ছিল, ২০২০-২১-এ তা ৫৩ শতাংশ কমে গেছে। অথচ এই পাঁচ বছর পিরিয়ডেই দেশের ধনীতম ২০

শতাংশের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৩৯ শতাংশ হারে। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, অতিমারিতে যেমন একদিকে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দরিদ্ররা, মুনাফা করে ধনীরা। শেষ রাউন্ডের সমীক্ষা করে এই পরিসংখ্যান দিল মুম্বইস্থিত সংস্থা পিপলস রিসার্চ অন্ ইন্ডিয়া কনজিউমার ইকোনমি (প্রাইস)। প্রাইসের আইসিই ৩৬০ সমীক্ষার ২০২১ সালের ফলাফল এসেছে

এপ্রিল থেকে অক্টোবর দেশের দু’ লক্ষ পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। প্রথম দফায় ২ লক্ষ এবং দ্বিতীয় দফায় ৪২ হাজার বাড়ির ওপর সমীক্ষা চালানো হয়। এই পরিবার বা বাড়িগুলো দেশের ১০০টি জেলার ১২০টি শহর এবং ৮০০টি গ্রামে ছড়ি়েয় আছে। এই সমীক্ষা আয়ের ওপর ভিত্তি করে দেশের নাগরিকদের ৫টি ভাগে ভাগ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক নাগরিকদেরই উচিত সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। ‘আয়র্ননির্ভর ভারত’ গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে আমাদের দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্প্ষ নেতৃত্বের ফলেই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও দেশ আজ সার্বিক অর্থেই বিশ্বমঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে আমাদের প্রিয় রাজ্যকেও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার। দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আমি তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি’।

শুভমের সোয়া কোটির চাকরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আগরতলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির শেষ বছরের ছাত্র শুভম রাজ একটি বহুজাতিক সংস্থায় বছরে সোয়া কোটি টাকার চাকরি পেয়েছেন। তিনি জার্মানিতে কাজে যোগ দেবেন এই বছরের শেষের দিকে। শুভম বিহারের ছেলে, পড়েন আগরতলা আইআইআইটি-তে, এই কলেজটি এখন এনআইটি ক্যাম্পাস থেকেই চলছে। শুভম রাজ তারই প্রথম ব্যাচ। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজে যোগ দেবেন তিনি। তাকে একবছরে মোটামুটি সোয়া লাখ ইউরোর প্যাকেজ দেওয়া হবে। শুধু শুভম রাজই নন, অন্যান্য ছাত্ররাও এই কলেজ থেকে ভাল ভাল বেসনের চাকরি পেয়েছেন। এই আইআইআইটি ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে। এই কলেজ শুরু হয়েছিল আরও আগেই।

গো-রক্ষকরা শীতঘুমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। গোমাতার রক্ষকদের জমানায় গোমাতার পাচার বাণিজ্য বেড়েছে আগের তুলনায় কয়েকগুণ। অবাক করার মত মনে হলোও এই সময়ে এটাই বাস্তব। আর এই পাচার বাণিজ্যের জন্য ঘাটে ঘাটে গোমাতার রক্ষক বলে স্বঘোষিত দাবিদারদের উপটোেক দিতে হয় মাসে মাসে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপটোেক দিতে হয় বিশালগড় মহকুমার গোমাতার রক্ষকদের। মাসে সাত লাখ টাকা। তার ভিত্তিতেই দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ গাড়ি গরু বিনা বাধ্যয় চলে যায় সীমান্তে। গুটিয়া, কামথানা কিংবা কৈয়াঢ়েকার সীমান্ত দিয়ে দিবিা চলে যায় ওপার বাংলাদেশে। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বিশালগড় থেকে শুরু করে ধর্মনগর, কুমারঘাট থেকে শুরু করে মনু ব্রহ্মনকী রানিরবাজার এলাকায়ও ত থাকি ত গোরক্ষক বাহিনীর সমর্থকদের হাতে বহু গরু ব্যবসারী

আক্রান্ত হয়েছে। ভাঙচুর হয়েছে গরু পরিবহণকারী গাড়িতে। মারধর করা হয়েছে গাড়ি চালককে। খোদ বিশালগড়ের রঘুনাথপুর এলাকায় তখনকার সময়ের গেক্সা শিবিরের এক ভিন্ু রাজ্যের হেভি ওয়েট নেতার নেতৃত্বে গরু পাচার ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বাইক মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল। বৈধ কাগজ থাকার পরও একাধিক গরু ব্যবসারী আক্রান্ত হয় সেদিন। গোমাতার রক্ষায় আগরতলা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় কর্মসূচি পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু ক্ষমতার হাতবল্লব হতেই গোমাতা আর মাতা রইলো না তাদের কাছে। কাঁচা টাকা উপটোেকনের মধ্য দিয়ে গোমাতা শ্রেফ গরু হয়ে পাচারের ছাড়পত্র পেয়ে গেলে আমাদের। নির্বিবাদে গরুর পাচার বাণিজ্য চললো সীমান্ত পথ ধরে। উপটোেকনের জোয়ারে ভেসে গেল গোমাতা নিয়ে ধর্মীয় আবেগ আর জিগির। যতটুকু জানা গেছে, শুধু বিশালগড় নয়, উত্তর

জেলার কদমতলা থেকে শুরু করে আগরতলা বাইপাস রোড পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই গেরুয়া শিবিরের পানাদারীদের কম-বেশি উপটোেক দিয়ে তবে গরু বোঝাই গাড়ী চলাচল করতে অনুমতি পায়। তার পর রয়েছে থানা পুলিশ। সেখানেও গাড়ি প্রতি মাসিক টু -পাইস দিতে হয় গরু ব্যবসারীদের। বামেদের হটিয়ে রাজ্য ক্ষমতা দখলের পরই মাফিয়া ও পাচারকারী মুক্ত রাজ্য গড়ে তোলার ওয়াদা রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একই সাথে প্রতিশ্রুতি ছিল স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের। গোমাতা পাচার বাণিজ্যের এই এপিসোড মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রতিশ্রুতিকে কার্যত ব্রহ্মপ করছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সঠিক তদন্ত হলে মুখ ও মুখোশের আড়ালে থাকার বহু রাজ্যের ও মহারথীদের অকাল চেহারা প্রকাশ্যে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডাবল ইঞ্জিনে ডাবল সচিব কর্মসংস্কৃতিও লাটে উঠেছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জানুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিনের সময়ে একই পঞ্চায়েতে কাজ করছেন দুই সচিব। অথচ কাজের ক্ষেত্রে তারা দু’জনই অন্তরঙ্গ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সচিবরা একজন দিনই সময়ান্তে কর্মস্থলে আসেন না। যে কারণে নাগরিকরা বিভিন্ন কাজে পঞ্চায়েত অফিসে এসেও খালি হাতে ফিরে যান। সোমবার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে সেই একই অবস্থা দেখতে পান। শান্তিরবাজার মহকুমার পূর্ব চরকবাই পঞ্চায়েতের বর্তমান অবস্থা তাই বলছে। ওই পঞ্চায়েতে দু’জন সচিব আছেন। কিন্তু তাদের খামখেয়ালি পনায় এলাকাবাসী প্রচণ্ড তিরতিরক্ত হয়ে পড়েছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এদিন পঞ্চায়েত অফিসে গেলে পঞ্চায়েত সচিব তেজস্বিনী দাসের কাছ থেকে জানা গেল, পঞ্চায়েত সচিব অনিতা নন্দীর দেখা পান। তবে অফিসে আসেন ১১টার পর। তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন অফিসে দেরি করছেন। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, ব্রকে যাবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ব্রকে গেলে পঞ্চায়েতে দেরি আসার কি যুক্তি রয়েছে। পঞ্চায়িত সচিব এবং অন্য

কর্মী কর্মস্থলে না আসলেও নাগরিকরা তাদের আগেই কাজের জন্য পাঁড়িয়ে থাকেন দীর্ঘ সময়। একজন একজন করে কর্মচারীরা পঞ্চায়েতে আসেন। কিন্তু তাদের মধ্যে লজ্জার লেশ মাত্রও দেখা যায়নি। জানা গেছে, ওই পঞ্চায়েত আরও একজন সচিব আছেন নেপাল শীল। তাকে তো ১১টার

তার ব্যক্তিগত সমস্যা। তার দেরিতে আসার জন্য সাধারণ নাগরিকরা কেন ভোগান্তির শিকার হবেন? নিদ্দাকেরা বলছেন, ডাবল ইঞ্জিনের সময়ে এমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, নেতারা তো সেই কর্মচারীদের দিয়েই নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। তাই কর্মচারীরা দেরিতে আসলেও



পরও কর্মস্থলে আসতে দেখা যায়নি। পঞ্চায়েতের এক কর্মচারী জানান, নেপালবাবু তুর থেকে গাড়ি চেপে আসেন, সেই কারণেই নাকি তার আসতে দেরি হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কর্মচারীদের তো কর্মস্থলের ৮ কিলোমিটারের মধ্যেই থাকার কথা। সেই জায়গায় নেপাল শীল কতটা দূরে থাকেন? যদি তিনি ৮ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে আসেন তাহলে সেটা

নেতাদের এতে কোন সমস্যা নেই। যদি কোন কর্মচারীর মাধ্যমে তাদের কোন ব্যক্তিগত চরিতার্থ না হয় তখনই সেই কর্মচারীকে বদলি করানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগেন তারা। হয়তো দুই পঞ্চায়েত সচিব এলাকার নেতাদের দুধে-ভাতে রেখেছেন। তাই দুই পঞ্চায়েত সচিব কর্মস্থলে দেরি করে আসলেও কারোর কোন মাথাব্যথা নেই।

মোদি-অমিতের বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ জবাবও দিলেন বিরোধী দলনেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সময়ের জবাব সময়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এ যেন মোক্ষম জবাবের রাস্তায় হেঁটে কুড়ি বছরের মুখামন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন এতটুকু সময় যায় না করে তিনি জবাব দিতে প্রস্তুত। দশরথ দেব ভবনে আহৃত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে মানিক সরকার ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবসে রাজাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাবণের প্রেক্ষিতে কথা বলেছেন।

সেদিনের ভাষণের পাল্টা দিতে গিয়ে টেনে আনেন ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও ভিশন ডকুমেন্টসকেও। মানিক সরকার বলেন এটা ভুল্লা। বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০১৭ সালে সরকারের অভ্যন্তরে পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো নিয়ে বগলদাবা করেনি



ত্রিপুরার অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরেন মানিক সরকার। তবে তিনিও কংগ্রেস সময়ের সাফল্যের দিক না ব্যাখ্যা করেই বলেছেন, বামেদের সময়ে কোন কোন বিষয়ে এই রাজ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এডিসি, সমবায়, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, শাস্তি-সংশ্লিষ্টর উন্নয়ন, ৫৮টি ব্লক, ৮টি জেলা, ২৩ মহকুমা কিভাবে হলো তার ব্যাখ্যা দিয়ে বামেদের কৃতিত্ব এবং সরকারে থাকার আগে থেকে আন্দোলনের প্রভাবকেই ব্যাখ্যা করলেন মানিক সরকার। সেই সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি নেই বলে মানিক সরকারের কটাক্ষ এখন শশশনের শাস্তি বিরাজ করছে ত্রিপুরায়। একে একে

বামেরা। বর্তমান সরকারের যে উদ্যোগ অর্থাৎ ২৫ বছরের মিশন যা ২০৪৭ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে তা নিয়েও সুর চড়ালেন মানিক সরকার। বলেন, এগুলো সরকারের কাজ। পরিকল্পনা নেওয়া হতেই পারে কিন্তু দরকার বাস্তবায়িত হওয়া। যে ছয়টি বিষয় কিংবা ২৫টি টিপ বিষয় যুক্ত করে ২৫ বছরের মিশনের কথা বলা হচ্ছে, তার আগে ভিশন ডকুমেন্টসের প্রতিটি কথা পূরণ করার দাবি করেন মানিক সরকার। তিনি বলেন, ২৯৯টি বিষয়ে ছিলো ভিশন ডকুমেন্ট। প্রথম পাতায় ছিলো ৮শটি হাইলাইট। এগুলো একবার পূরণ করুক। মিথ্যা কথা

বলে ক্ষমতায় থাকা বিজেপির আমলে এখন মানুষ নিজে থেকেই এসবের প্রতিবাদে উত্তরিত শুরু করেছে। তাই কতকগুলো বিষয় যুক্ত করে যে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তা এ রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার শামিল। কেন্দ্রীয় সপ্তম কমিশনে বঞ্চনা, চাকরি বঞ্চনা, বেকার বঞ্চনা, ঘরে ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা বেলাপ, সর্বোপরি পূর সংস্কার নির্বাচনে বামেদের প্রার্থী দিতে বাধা দেওয়া কিংবা সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে একের পর এক বাক্যবাণে মানিক সরকার এদিন বুঝিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ যে পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে মানিক সরকার জবাব দিতে জানে। মানিক সরকার বলেছেন, এখন মানুষ বলতে শুরু করেছে খাল কটে কুমারী এনেছি। একটি সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে মোরে এখন হাপিতোশ করে মানুষ বলছে, আর নয় বিজেপি। মানিক সরকারের দাবি মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাছাড়া। ওমিক্রনের পরীক্ষার মেশিন নেই, কেরানার আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে অবহেলা কিংবা দশ লক্ষ টাকা ঘোষিত অর্থরাশি প্রদান না করার প্রেক্ষিতেও সব হয় তিনি। মানিক সরকারের বড় গলায় বলেন, বামফ্রন্টের আমলে অনায়াসে মৃত্যু কিংবা শিশু বিক্রি ছিলো না। এখন দুটোই সম্ভবতালে চলছে। কলোনায় মৃত্যু মিছিল, প্রতিদিন লাশ, কঙ্কাল উদ্ধারে ব্যথিত প্রান্ত্রন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

শিল্পাঙ্গন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রামনগর ১নং রোডস্থিত চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্পাঙ্গন এ বছর কথা সারথি আর্ট ফাউন্ডেশন আহমেদাবাদ আয়োজিত সারা ভারতব্যাপী চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় ২০২১-২২ এ বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। এই প্রতিযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানের ৬ জন ছাত্রছাত্রী গোল্ড মেডেল, ৪ জন ছাত্রছাত্রী সিলভার মেডেল, ৩ জন ব্রোঞ্জ মেডেল এবং ৫ জন বিশেষ সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া সেরা চিত্র শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। শিল্পাঙ্গন পেয়েছে সেরা স্কুলের খেতাব।

অনলাইনে

চাঁদার জুলুম

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। স্কুলে স্কুলে চাঁদার জুলুমবাজি চলছে। সরকারী পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে জোর করে পুজোর চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নিয়মকে অগ্রাহ্য করে চাঁদা আদায়ের জুলুমবাজি চলছে। এই অভিযোগ তুলে অভিভাবকরা বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন স্কুলে অনলাইনে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দেওয়ার খলিয়া জারি করা হয়েছে। এনিয়ে অভিভাবকরা অন ক্যামেরায় কিছু না বললেও তারা তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। যদিও এনিয়ে কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা মন্তব্য করেনি।



আজ রাতের ওষুধের দোকান
ইস্টার্ন মেডিকেল হল
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের বামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেতন হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি করতে হবে।
মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অশুভকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।
কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টী অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।
সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অস্বস্তিক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশে ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশে বিঘ্নিত হবে না।
কন্যা : শরীর কষ্ট দেবে। দাম্পত্য জীবনে সুখের

ললিপপ শিক্ষামন্ত্রীর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। শিক্ষামন্ত্রীর ললিপপ টের পেয়ে গেলো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা। ২০১৬ সালে টেট পেপার ওয়ান ও টু উত্তীর্ণ শিক্ষকদের চাকরিতে যোগদানের ৫ বছরের হিসেবে গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর তাদের নিয়মিতকরণের কথা। একই সাথে তাদের মধ্যে যারা চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসটিজিটি কিংবা এটিপিজিটি-তে যোগ দিয়েছে তাদেরও নিয়মিতকরণের কথা। এমন ৪৮১ জন রয়েছে। বর মধ্যে টেট ওয়ান ৯ জন। টেট টু ৪২ জন। পূর্বের হিসেবে এই তথ্য বর্তমানে বহাল আছে কিনা সেটা ভালো বলতে পারেন শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। তবে পুরোনো হিসেবের তথ্যের এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বরের পর এক মাস পেরিয়ে গেলো। এখনও ফাইল সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কোনও কথা জানা যায়নি। শুধু তাই নয়, আগরতলায় বহুবার বহু কর্মসূচিতে মিলিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী

অনেক তথ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব তথ্যের বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকার বিষয়টি এবার প্রকাশ্যে চলে এলো। শুধু তাই নয়, এই সময়ে বর্তমান প্রেক্ষিতে অনেকেই নিয়মিতকরণের আশায় আছে। তাদের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নতুন করে ভাববেন বলে অনেকেই ধারণা পোষণ করছে। কিন্তু আদৌ কি তাদের নিয়মিতকরণ হবে? শিক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবারই একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই প্রথম সরকারি চিঠি চ্যান্সেলের উদ্বেগধন হতে চলেছে আগরতলায়। দূরদর্শন কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারের চিঠি চ্যান্সেলের উদ্বেগধন আগেই হয়েছিল, এবার তার সঙ্গে সংবাদ সংক্রান্ত চ্যান্সেল সংযোজিত হলো। এখানে শিক্ষা দফতরের সাফল্যের কথা শোনা হলও হয়তো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের কথা বোধহয় শোনা যাবে না। এই অনুষ্ঠানের উদ্বেগধন আয়োজনে শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন কিনা সেটা মঙ্গলবার দুপুরেই পরিষ্কার হবে। তবে যতটুকু খবর, অর্থ দফতরের

কাছে একটি ফাইল পাঠানো হয়েছিল শিক্ষা দফতরের तरफে। সেই ফাইলে বলা হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে যারা চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করেনি এমন টেট উত্তীর্ণদের নিয়মিতকরণ যায় কিনা, অর্থের সংস্থান করা যায় কিনা তা যেন দফতর খতিয়ে দেখে। এক্ষেত্রে অর্থ দফতর এই সংক্রান্ত বিষয়ে সবুজ সংকেত দিলো না। তাতে অনিশ্চিত হয়ে পড়লো টেট শিক্ষকরা। এবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন বলে খবর। নিজের ঘনিষ্ঠমহলে প্রচার করছেন টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিয়মিতকরণ নয়, কিছু একটা দিয়ে ‘বৈতরণী’ পার হতে চান। প্রসঙ্গত, বাম আমলে রতন লাল নাথ টেট উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে চাকরি প্রদান নিয়ে সর্ব্ব হয়েছিলেন। তার আমলেই চলছে ফিক্সড পে-তে চাকরি। রতন লাল নাথের বিরোধী শিবিরে থাকার ভূমিকা আর শাসক শিবিরে থাকার ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য দেখতে শুরু করেছে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক-সহ মোহনপুরের নাগরিকরা।

গুচ্ছ দাবি নিয়ে বাম ছাত্রদের ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর/বিলাসিনীয়া, ২৪ জানুয়ারি।। কোভিড বিধি মেনে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে চালু রাখা, সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গন-সহ হোস্টেলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা, আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ কোভিড পজিটিভ হলে তাদের

স্বাস্থ্যসম্মত নিভৃতবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিদ্রিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা অবলম্বনে বাতিল করা-সহ মোট সাত দফা দাবির পরিবেশেই প্রথমোক্ত সোমবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশন উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল গোমতী জেলার শিক্ষা আধিকারিকের নিকট এক

ডেপুটেশনে মিলিত হয়। অন্যদিকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলাসিনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে একই দাবিতে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সোমবার সকালে দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাসের নিকট ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থসংরক্ষিত ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার জানান, জেলা শিক্ষা আধিকারিক তাদের দাবিগুলোর মান্যতা দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এ দাবিগুলোর মান্যতা দিয়ে কাজ শুরু করবেন। প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলাসিনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার, বিজ্ঞান ভৌমিক, রোহিত রায় সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

‘ত্রিপুরার জন্য বড়ই ক্ষতি’

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার জন্য বড়ই ক্ষতি। বহিরাঙ্গী রাজ্যের গর্ব টিএসআর-কে যেভাবে ভাড়া খাটানো হচ্ছে এটা রাজ্যের জন্য তা উদ্বেগেরও কারণ বহু কষ্ট করে ব্যাটেলিয়ানগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল। ওই সময় রাজ্যের প্রেক্ষিতে এই ব্যাটেলিয়ানগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। পরবর্তী সময় সরকার তাদের বেতন দিতে পারেনি বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভাড়া খাটিয়ে রাজ্য অর্থ উপার্জন করতে চায়। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আগরতলায় দশরথ দেব ভবনে বহিরাঙ্গী জেলা নেই টিএসআর জওয়ানরা এই প্রসঙ্গে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। যদি তার আগেই তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবিতে মুখামম্মাকে চিঠি দিলেও এর প্রত্যুত্তরে প্রাস্তিস্বীকারটুকুও করা হয়নি বলে খেদ প্রকাশ করেন মানিক সরকার।

‘নেশায় ভেসে

যাচ্ছে রাজ্য’

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা নয়। এখন নেশায় ভেসে যাচ্ছে গোটা ত্রিপুরা। আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেছেন, এখন পাড়ায় পাড়ায় ফরেন লিকারের দোকান দেওয়া হচ্ছে। বাম আমলে এর একটিও লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। উল্টো রাজ্যের এই পরিস্থিতি দেখে মানুষ হাসছে। মহিলারা প্রতিবাদ করছে। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। মানিক সরকারের দাবি, একবার বাস্তব দেখে সার্টিফিকেট দিক কেন্দ্র সরকার। তিনি আরো অভিযোগ করেন, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এখনো নেশা কারাবারিরা সক্রিয়। তাদের বিরুদ্ধে সেই অর্থে অভিযান নেই।

ধর্মঘট সফল করার প্রস্তুতি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৪ জানুয়ারি।। আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে বামেরা রাজ্যের নানা প্রান্তে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক কনভেনশন কর্মসূচি শুরু করেছে। যদিও করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিরুদ্ধে মান্যতা দিয়ে চলছে এ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে চলছে এই জাতীয় কনভেনশন। প্রথমে বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক হচ্ছে গণ কনভেনশন, দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে অঞ্চলভিত্তিক। সর্বশেষ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি প্রচার নিয়ে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে দলীয় স্তরে এমনটাই

জানা যায়। এদিকে বঙ্গনগর বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সহিদ চৌধুরী। এ ছাড়াও স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতি ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সহিদ চৌধুরী বলেন, শ্রমিক-কৃষক ক্ষেত্রে মজুর ছাত্র-যুব-শিক্ষক-কর্মচারী সর্বস্তরের মানুষকে একবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট সফল করতে হবে। তার জন্য গণ কনভেনশন

থেকে এ আহ্বান জানান তিনি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের সর্বনাশ করছে। এই সরকার কর্পোরেট বান্ধব। তাদের খুশি করতে ঢালাওভাবে বেসরকারিকরণ দেশবাসীর দুর্দশা বাড়িয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিনের গণ-কনভেনশন থেকে সকলকে একবদ্ধ হয়ে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।



ছাত্র হেনস্থার ম্যাজিস্ট্রেট

পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ইকফাইয়ের দুই ছাত্রকে ট্রাফিক পুলিশের হেনস্থার ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজা সরকার। ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সোমবারই এই নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব এস চৌধুরী। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সদর মহকুমা এসডিএম অসীম সাহাকে। তার রিপোর্টে ঘটনা এবং দোষীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি সার্কিট হাউসে ইকফাইয়ের দুই ছাত্রকে ট্রাফিক পুলিশের তিন কনস্টেবল মিলে মারধর করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ ঘিরে সবক’টি বিরোধী দল প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবিভিপি বাদ দিয়ে রাজ্যের প্রায় সবক’টি ছাত্র সংগঠন ঘটনার সূত্র তদন্ত করে দোষীর শাস্তির দাবি তুলেছেন। টিএসএফ’র পক্ষ থেকে ১২ ঘটনার ত্রিপুরা বনধও ডাকা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সূত্র তদন্তের আশ্বাসে গভীর রাতে বনধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল টিএসএফ। প্রথমেই ট্রাফিক পুলিশের অভিযুক্ত এক কনস্টেবল কিশোর বণিককে ক্রেজড করে নিয়েছিল রাজ্য পুলিশ। ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি কোয়েল দেববর্মাকে। কিন্তু জনজাতি অংশের দুই ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় এই তদন্ত মানতে রাজী হননি কোন পক্ষই। ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রথম থেকেই বিরোধী দলগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছিল। অনেকেই নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি

তুলে। শেষ পর্যন্ত একের পর এক চাপের মুখে বাধ্য হয়েই স্বরাষ্ট্র দফতর ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ ছিল, ইকফাইয়ের দুই ছাত্র সার্কিট হাউস হয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছি লেন। দুই ছাত্রই একটি গাড়িতে ছিলেন। তাদের গাড়ির কাগজপত্রও ঠিক ছিল। ওই সময় মহাকরণ থেকে মুখামম্মীর কনভয় আগরতলায় তাঁর সরকারি আবাসের দিকে যাচ্ছিল। মুখামম্মীর কনভয়ের সামনেই সার্কিট হাউসে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় ইকফাইয়ের দুই ছাত্রের। ওই সময় ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল কিশোর বণিক-সহ দুই কনস্টেবল ছাত্রদের আটক করে আটকালে ট্রাফিক ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে দুই ছাত্রকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তাদেরকে এনসিপি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুই ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ এনে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয় টিএসএফ’র পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রথমে এনসিপি থানা এই মামলা একআইআর হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তী সময়ে চাপে পড়ে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি-কে। এখন বাধ্য হয়েই সরকার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

পুরস্কৃত

এসআই

এমিলি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ভালো কাজের জন্য প্রশংসিত হলেন পশ্চিম থানার এসআই এমিলি নন্দী। তাকে এই পুরস্কারটি দিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিকদাস। ২০২১ সালের বর্ষজ সংস্কৃতি হয়েছে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার এই পুরস্কারটি তুলে দিয়েছেন এমিলিকে। এমিলির এই পুরস্কার পাওয়ার ঘটনায় খুশি তার সহকর্মীরা।

রাস্তায় গাড়ি, বাড়ছে সন্দেহ



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতে পূর্বাশা এলাকায় আটকে পড়েছে একটি পণ্যবাহী লরি। পুলিশ কয়েকবার গাড়িটিকে ঘিরে নজরদারি বাড়তেই এলাকার মানুষজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে রাত সাড়ে আটটা থেকে গাড়িটি সেখানে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের এমনটাই অভিমত। তারা এও বলেছেন, গাড়িটি ঘিরে

পুলিশ কয়েকবার ঘুরপাক খেলেও কাউকে আটক করা কিংবা থানায় নিয়ে আসার খবর নেই। রাতে পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে, গাড়িটি পুলিশের সন্দেহের মধ্যে আছে। তাই সেখানে কয়েকবার পুলিশ গিয়ে প্রকৃত মালিক, চালক কিংবা খালাসিকে খুঁজছে। যদিও সংবাদ লেখা পর্যন্ত এই গাড়ি থেকে আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধারের খবর নেই। করোনা পরিস্থিতিতে এই শহরে সন্দেহভাজন গাড়ির

আনাগোনা বেড়েছে বলে অনেকেই দাবি করছে। পুলিশও মাঝে মাঝে বিষয়গুলো নিয়ে সর্ব্ব হয়। আবার নীরবতা পালন করছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশও। শহরের বিভিন্ন জায়গায় এখন অনেক কিছু ঘটছে পুলিশ যেন সব কিছু সহ্য করছে। আবার থানায় নেই ওসি। অভিভাবকহীন থানা-পুলিশের এখন নাইট কারফিউতে জরিমানা আদায় করাও একটি অন্যতম লক্ষ্য।

ঐধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ঐধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৬								
8	9		7	5		6	1	
	6	4	1			7		2
1		5	2	3			8	
		8			3	2		
			8	4	9		7	6
9			6	1		8	4	
			6	5	1		9	
4	2	6	9		1	5	7	
9	1	3	৪	৫	৬	৭	২	৮
৪	২	4	5	7	3	9	6	1
7	5	6	২	9	1	3	৪	৮
২	4	7	6	৪	9	1	3	5
3	৪	5	1	২	4	6	9	7
1	6	9	3	5	7	২	4	৮
4	7	1	9	6	৪	5	2	3
5	9	৪	7	3	২	4	1	6
6	3	২	4	1	5	৪	7	9

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪
জানুয়ারী। ২৬ জানুয়ারী দেশের
৯০তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে
প্রাকলগ্নে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন
চক্রবর্তী ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক
শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক
শুভেচ্ছাবার্তায় বিধানসভার অধ্যক্ষ
রতন চক্রবর্তী বলেন, ‘১৯৪৭ সনে
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ড. ভীমরাও
রামজি আশ্বেদকর প্রণীত
ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান ১৯৪৯
সনের ২৬শে নভেম্বর গৃহীত
হলেও ১৯৫০ সনের ২৬ জানুয়ারী
বিশ্বের ● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

মহিলার স্বাধীনতাহানি

তড়িভাড়া কলম প্রতিনিধি,
কমলাসাগর, ২৪ জানুয়ারি।
অভিজ্ঞের মা কৃষ্ণ দফতরের
কর্মচারী। তবে তিনি যে ওই দফতরে
করত তা সহজে স্বীকার করেন
না সন্নিধিও দফতরে আধিকারিক
নাম বা-হেলের বিরুদ্ধে এলায়ার
অভিযোগের শেষ নেই। তাই
আধিকারিক ও ওই মহিলাকে কিছুটা
ভয় পান। কারণ, তার বিরুদ্ধে
কোন থানায় মাল্যাক করে দেবেন
তার কোন বিশ্বাস নেই। সেই
অভিজ্ঞ মহিলাকে হেলের বিরুদ্ধে
এবার আরেক মহিলা শ্রীলতাহানির
অভিযোগ দায়ের করেছে—
অভিজ্ঞ যুবকের নাম জয়ন্ত দাস।
তার মায়ের নাম মীনা দাস।
সেইকারণে এলায়ার তাদের
বাড়ি। নির্ঘাতা মহিলার কথা
অনুযায়ী মীনা দাস এবং তার ছেলে
জয়ন্ত গ্যাসের চুল্লি নিয়ে তার সাথে
বাগত করত। পরে মীনা দাস তার
ছেলেকে নির্দেশ দেয় ওই মহিলার
এমন অবস্থা করতে যেন তিনি
সমাজে আর কাউকে মুখ না
দেখাতে পারেন। মায়ের নির্দেশ
অভিজ্ঞ জয়ন্ত প্রতিবেশী মহিলার
শ্রীলতাহানির করে বলে অভিযোগ।
ছোটর সময় নির্ঘাতার নাবালক
ঘেঁষাও দেখানো হতো। শ্রীলতাহানি
নাবালকের সামনেই নির্ঘাতনের
শিকার হত তার মা। শুধু তাই নয়,
অভিজ্ঞ ও তার মা নির্ঘাতার
ছদ্মকি দিয়েছিল যদি এই ঘটনা
পুলিশ কিংবা অন্য কাউকে জানার
তাদের তাদের পরিবারের সন্তান
সদস্যদের খুন করা।
শ্রীলতাহানির পর নির্ঘাতার স্বপ্নে
চেষ্টাও ছিনতাই করে নিয়ে যায়
অভিজ্ঞ মা-ছেলে। সেই নির্ঘাতা
মহিলা কিছুটা লোকলজ্জার ভয়ে
থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি।
তিনি সোজা আগরতলায় এসে
জেলা ও দায়ের আদালতে অভিযুক্ত
মা-ছেলের বিরুদ্ধে মাল্যাক করতে
করেন। জানা গেছে, অভিজ্ঞ মীনা
দাস বিশালগড় কৃষি দফতরে
কর্মরত। গাটা এলাকার মানুষ
যেহেতু অভিজ্ঞ মা-ছেলের এবার
চেনে কঠোর শাস্তি হয়।

কমলো সোয়াব পরীক্ষা নামলো আক্রান্ত'র গ্রাফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।
করাণা সঙ্কমণের যাহ দ্রুত নেমে
আসছে রাজ্যে। পশ্চিম জেলায়
এক লাফে আক্রান্ত নামলা ৭৮
নামে। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যেও আক্রান্ত
নামলা ২৬৬ জনে। তবে মুখ্য
কিন্তুতেই কমাতে পারছে না স্বাস্থ্য
দফতর। সোমবারও করাণা
আক্রান্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
যদিও সোমবার পরীক্ষা ২৪ ঘণ্টায়
কমিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।
সোমবার ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া
বুলেটিনে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে,
আগর ৬৬৬জন করাণামুক্ত
হয়েছেন। এদিন সঙ্কমণের হার
হাল ৬৯ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায়
জিলা ১১১ জনের সোয়াব পরীক্ষা
হয়েছে। এই সংখ্যায় অবশ্য গণ

দিনে সবচেয়ে কম। সোয়াব পরীক্ষা নামতেই পজিটিভ রোগীও কমছে। বাপজিভাই ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নেমেছে সিপাহিজলা এম্বোয়াই জেলাতে। ২৪ ঘণ্টায় সিপাহিজলায় ২জন এবং খোয়াইয়ে ৬জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে গেমতী জেলায় ১৯, তঞ্চঙ্গ্য জেলায় ৪২, ধরাই জেলায় ৩৫, উনাকোটি জেলায় ৩৯ এবং ভদ্রা উত্তর জেলায় ৪১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিনের চারজনকে নিয়ে রাজ্জাকারোনা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬৮৯ জনে। পজিটিভের হার গত তিন বছরের মধ্যে হিসেবে বেড়ে পড়িয়েছে ৪.২৫ শতাংশে। এদিকে দেশেও ৭৬৭৭ ঘণ্টায় নেমেছে সংক্রমণ রোগীর

শনাক্তের সংখ্যা। এই সময়ে ৩ লক্ষ ৬ হাজার পরিচিন্তিত রোগী শনাক্ত হয়েছিল। মাত্রা গেছনে ৩৩৯জন সংক্রমিত রোগী। এদিকে রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৭৪৯জনে। রাজ্যে ব্যাপকহারে করোনো আক্রান্ত শনাক্ত হলেও কিছুতেই সামাজিক দূরত্ব বাজার গুলিতে বাজায় থাকছে না বলে অভিযোগ। শহরের বাজার গুলিতে প্রায় প্রত্যেকদিনই মাস্ক বিহীন স্ক্রোতা-বিক্রেতার ভিড় জমছে। স্যানিটাইজ করা হচ্ছে না বাজার গুলিতে। প্রত্যেকদিন মেঝেতে প্রাক্তানের সংখ্যা বাড়ছে তা নিয়ে প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

রাজ্যময় প্যাকেজড ড্রিংকিং
ওয়াটারের নামে বিষপান !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
অমরপুর, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে
অধিকাংশ প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং
ওয়াটারের বৈধ কোনও নথিপত্র
নেই। শুধু তাই নয়, অনেক
ইউনিটের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন
এক কথায় বোতল ভর্তি জলের
মাধ্যমে রাজবাসী এতদিন ধরে

আছে। কিন্তু পরিবেশ একেবারেই
অপরিচ্ছন্ন। সেই কারণে ইউনিট বন্ধ
করার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়
একইভাবে নতুনবাজারে গিয়েও
তারা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখতে
পান। এমনকি বৈধ নথিও দেখাতে
পারেনি ইউনিট কর্তৃপক্ষ। তাইই
তাদেরকেও ইউনিট সিল করার

সংস্থান্ডলিকে নোটিশ ধরানো হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় আবেদন করতে হবে। যদি দক্ষরপ মনো করে তারা উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করেছেন, তবেই পুনরায় অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে এর আগে রাজ্য চলা অবৈধ ইন্টিগুলাে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। রাজ্য সরকারের তরফে উচ্চ আদালতকে পরবর্তী সময় লিখিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে জানানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এতদিন ধরে কেন প্রশাসন চুপ ছিল? কেন সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে এতদিন ছেলেখেলা হয়েছে? এখন যারা বিভিন্ন ইউনিট গিয়ে ক্ষমতা দেখাচ্ছেন, তাদেরকে সেই ক্ষমতা আগে থেকেই দেওয়া আছে। কিন্তু তারা সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।



বিষণপান করে আসছে। নোয়ারা জল পান করাটা বিষণপানে চাইতে কোনও অংশে কম নয় বলে মনে করেন নগরপরিষদ। কারণ, নোয়ারা জল পান করে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হয়। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজস্ব ইন্সপেক্টর এবং খাদ্য দফতর হঠাৎ জেগে গিয়ে উঠেছে। গোটা রাজস্ব গড়ে উঠা নিয়ে উদ্বেগিত হয়ে ওয়াটার ইউনিটগুলোতে একের পর এক অভিযান সম্পর্গিত হচ্ছে। সোমবারের রাতে গোয়াড়ী জেলার আমরপুত্র নতুনবাজার এবং যতনবাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তিনটি জায়গায় তিনটি ইউনিট বন্ধ করেছে। দিয়েছে প্রশাসনিক কর্তারা। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা এদিন আমরপুত্র গিয়ে দেখে পান সরবরাহের গিঁড় দেখে পান সরবরাহকার ইউনিটের বৈধ নথিপত্র

নোটিশ দেওয়া হয়। যতনবাড়িতে গিয়েও আধিকারিকরা একই অসহ্য দখলতে পান। সেই ইউনিটেই মালিকের তারা খুঁজেই পান। মালিকের অনুপস্থিতিতে তারা বাবাকে কাছে পান আধিকারিকরা। তাঁর তার হাতেই ইউনিট সিন করার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। আধিকারিকরা জানান, ইউনিট কর্তৃপক্ষ প্রথমে দাবি করেছিল, তারা সেখানে থেকে জল বিক্রি করেন না। কিন্তু ভেতরে ঢুকে সবকিছু ঘটিয়ে দেখার পর আধিকারিকরা বুঝতে পারেন তাদের দাবি মিথ্যা। যতনবাড়ি ইউনিটে জলের পাশাপাশি ঠাণ্ডা পানীয়ও প্রস্তুত হয় বলে জানা গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তুত করার মত কোনও নথিপত্র তারা দেখাতে পারেননি। আধিকারিকরা জানান, যেসব

আছে। কিন্তু তারা সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে অবেধ কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

জল পরিশোধ পরিদর্শনে



পল্লিবাণী কল্যাণ পরিচিতি উন্নয়ন

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNle-T No. 77/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAAD/C/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, **up to 3.00 P.M. on 11/02/2022** for the following work:-

	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNle-T No: <u>156/SE/DWS/C/KGT/2021-22.</u>	Rs. 39,93,894.00	Rs. 39,939.00	60 days	Appropriate Class

❖ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 11-02-2022 up to 15.00 Hrs

❖ Date and Time for Opening of BID : 11-02-2022 at 16.00 Hrs

❖ Document Downloading and Bidding at Application <https://tripuratenders.gov.in>

❖ Bid Fee : **Rs. 1,000 each (non refundable).**

All details are available in the <https://tripuratenders.gov.in>

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3473-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PN1e-T No. 71/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAAD/C/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, **up to 3.00 P.M. on 31-01-2022** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DN1e-T No: <u>193/EE/DWS/DMN/2021-22.</u>	Rs. 6,75,968.00	Rs. 6,760.00	365 days	Appropriate Class

➤ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : **31-01-2022 up to 15.00 Hrs**

➤ Date and Time for Opening of BID : **31-01-2022 at 16.00 Hrs**

➤ Document Downloading and Bidding at Application <https://tripuratenders.gov.in>

➤ Bid Fee : **Rs. 1,000.00 each (non refundable).**

All details are available in the <https://tripuratenders.gov.in>

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3467-22

কলেজে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি।
 উদ্দমপুর, ২৪ জানুয়ারি।
 তামিলাড়ুতে খ্রিস্টান মিশনারি
 বিদ্যালয়ের ছাত্রীর উপর হামা
 পরিবর্তনের চাপ এবং ওই ছাত্রীর
 আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনার
 প্রতিবাদে তেছে আহুড়ে পড়েছে
 এ রাজ্যেও। সোমবার সেই ঘটনার
 প্রতিবাদে উদ্দমপুর সরকারি ডিগ্রি
 কলেজে পদ্মাবতী বিকোজ ধর্মশ্রী
 করেন। তারা কলেজ চত্বরে
 মিছিলের মাধ্যমে গিয়ে সেই ঘটনার
 সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর
 শাস্তির দাবি জানান। কর্মসূচি
 সম্পর্কে বলতে গিয়ে এবিপিএন
 নারী শাখার নেতা জীবিত, উই
 খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের দুই
 শিক্ষিকা মিলে ওই ছাত্রীর উপর
 শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি
 করেছিলেন। সেই কারণেই ওই
 ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তারা



বলেছেন, যদি তামিলনাড়ু সরকার
অশ্রুযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা
গ্রহণ না করে, তাহলে এরা বিপ্লব
লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের
ছাত্রছাত্রীদের সবসময় সাম্য নিয়ে
এতিয়া প্রতিটি বিষয় সমর্থন করে
কেন? তারা ইস্যু ভিত্তিক কয়েকটি
আন্দোলন করেই গুটিয়ে যায়। অথচ
সর্বদা সময়ে এ রাজ্যে এভিপিপি
ব্যবস্থানক শক্তি অন্যায় বাস্তবায়নের
তুলনায় অনেকটাই বেশি। তারা
চাইলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক জল্পন
কিন্দাস নিয়ে আন্দোলন করতে পারে
কিন্তু সবকয়েকটি তাদের আন্দোলনের
ময়দানে দেখা যায় না বলে খোদা
ছাত্রছাত্রীদের বলছেন। তামিলনাড়ুর
ঘটনটি অবশ্যই কারো কাছের
সমর্থনযোগ্য নয়। এই ঘটনার
প্রতিবাদে অবশ্যই আন্দোলন হওয়া
স্বাভাবিক। তবে রাজ্যের
ছাত্রছাত্রীদের সাম্য নিয়ে এভিপিপি
এভাবেই আন্দোলন করুক এমনটাই
আশা ব্যক্ত করেছেন পণ্ডারী।

জল পরিশোধনে সমস্যা পরিদর্শনে পুরণিতা



প্রতিবাদী কল্যাণ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জানুয়ারি।। সূচ্য বরসুম জাতিতে কারণে গোমতি নদীতে জলের স্বল্পতা দ্রষ্টে দেখিয়েছে। সেই কারণে বনোয়াসহ উত্তর পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্টে জল পরিষ্কার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উপর নির্ভরশীল উদয়পুর পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের জন্য সোমবার বনোয়াসহ ডিউ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শনে যান উদয়পুর পুর পরিষদ পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের এগেজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও-সহ বিভিন্ন প্রকাস্ত্রীণ। কাজে। আগাত জনগণের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছেন। কিন্তু সে সমস্যা নিরসনে তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লাগতে পারে বলে জানা গেছে। পুরপতি জানানিয়েছেন। আগাত পুর এলাকার যে সকল স্থানে এই ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জল পৌঁছায় সে সকল স্থানে পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে পুর পরিষদ থেকে একটি জলের ট্যাঙ্কার দেওয়া হবে পাশাপাশি পানীয় জল দফতরের তরফ থেকে নির্দিষ্ট ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন এলাকা পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিলচরগামী ট্রেনে উদ্ধার গাঁজা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জানুয়ারি। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পুলিশ বাহিনীর চিহ্নিত তাম্রাশি রাজাজুড়ে অব্যাহত রয়েছে বিশেষ করে ট্রেনগুলির মধ্যে প্রতি মূহুর্তে পুলিশের নজরদারি রয়েছে সেনাবার দুপুরে আগরতলা-শিলচরগামী এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তাম্রাশি চালিয়ে সাফলা পেল রেল পুলিশ। প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন অসা সবক'টি ট্রেনে তাম্রাশি জারি



রেখেছে আরপিএফ-সহ রেল পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটি ধর্মনগর রেল স্টেশনে অবতরণ করলে ট্রেনের সবকটি কামরাতে তদাশ্রি চালানো একটি কামরা থেকে একটি ট্রলি ব্যাগ থেকে ২০ কেজি ওজনের মোটাটাই হাট প্যাকেট থাকে ১০ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করলে সক্ষম হয়।

আরপিএফের জওয়ানরা। ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনের আরপিএফেররা। আরপিএফের লক্ষ্মণ দেববর্মা জানান, উদ্ধারকৃত গাজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। তবে এই গাজা উদ্ধারে ঘটনায়্যায়ী কাউকে ফেহতান করতে পারেনি পুলিশ। পরবর্তীতে গাজাগুলো ধর্মনগর জিআরপি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে আরপিএফ বলে জানা যায়।

ডিএম অফিসের বাউন্ডারি নির্মাণে বাধা নাগরিকদের

প্রতিবাদী কবন প্রাশ পর্ব
চিল্লাম, ২৪ জানুয়ারি। শেষ পর্ব
জ্যোতীশক অফিস নির্মাণ নিয়ে
প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ
তুলনেন সাধারণ নাগরিকরা
তার কথা অনুযায়ী সিপাহিজা
জ্যোতীশক অফিস যে জাগরায়
নির্মিত হয়েছে তার বেশকিছু জমি
আগে জোজি (দই) জোজি জমি
খাস করা হয়েছিল সরকার
নির্দেশে। যাদের জমি সরকার
অধিগ্রহণ করেছিল তাদেরকে
সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের
প্রতিক্রিয়া দেখোয় দুহেরি। কিন্তু
প্রতিশ্রুতি পূরণ হো দুহেরি থাক
দলবাক্ত জমিতে গড়ে তুলে
রাবার বাগানের ক্ষতিপূরণও মিটিয়ে
দেওয়া হয়নি। এদিকে, এখন
জ্যোতীশক অফিসের বাড়ভাড়া



গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও কোন প্রতিশ্রুতি মেলেনি বরং বাউন্সার নির্মাণের কাজ চলছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তারা ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রয়োজনে আশ্রয় চালাচ্ছে যাবেন। রাবার চালান, জলান, ২০০০ সালে যখন উগ্রপন্থীর সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল তখন অনেকেই বর্তমান জেলাশাসক এবং এসপি অফিস সঙ্গল এলাকার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ওই

সময় ছেচড়ি মাই স্কুলে
সিআরপিএফ ক্যাম্প খোলা হয়
তখনই নাকি প্রশাসনের লোকজন
এসে রাবার চাষিদের কাছ থেকে
কাগজে স্বাক্ষর নেন। তাদেরকে
বলা হয়েছিল ওই জায়গায়
সিআরপিএফ ক্যাম্প বসানো হবে

চোরের দাপটে নাজেহাল নাগরিকরা



প্রতিবাদী কন্য প্রতিনিধি
 বিশাল দ্বন্দ্ব, ২৪ জানুয়ারী। রায়েলার
 বিশেষ প্রাঙ্গণে চুরির ঘটনা নাটক
 কারফিউ চলাকালীন সময়ও
 অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে
 বিশালগড় মহকুমায় একের পর এক
 অ ধরনের ঘটনায় অস্তিত্ব হয়ে
 পড়েছে মহকুমায়। চুরি,
 ছিনতাই-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক
 কর্মকান্ডে বৃদ্ধি পেলেও বিশালগড়
 থানার পুলিশ অপরাধ দমন করা
 তে দুরের কথা অপরাধীদের সাথে
 মেটা অনেকের রফাদিগ চালাচ্ছে
 বাকি অভিযোগ। বর্তমানে চলছে
 নাটক কারফিউ, পুলিশের উদ্যোগ
 চলছে সর্বত্র। তার পরও নাটক
 কারফিউর পলি দিয়েই চুরির ঘটনা
 অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ কবের
 ক্ষোভে হুঁসছে বাগবাগ জনগণ।
 আবারো দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা
 ঘটেছে বিশালগড় থানার অঙ্গত
 পলি গকুলনগরগঞ্জে মনোরঞ্জন
 রায়ের বাড়িতে। নিশিকটুপ এর

দল বানাদি নিয়ে চুরি করে নিয়ে যাবার
গবাদিপশু। চান্দা যায়, রবিবারের
মনোরঞ্জন রায়-সহ পরিবারের
সকলে রাতের খাওয়া-দাওয়া
পেয়ে প্রতিদিনের মতো ঘুমিয়ে
পড়ে। চোরের দল সেই সুযোগকে
কাছে লাগিয়ে চুরি করে নিয়ে যাবার
মনোরঞ্জন রায়ের গবাদিপশু। যার
বাজারদালা প্রায় ৬০ থেকে ৭০
হাজার টাকা হলে স্ত্রী জানান
মোনোরঞ্জন রায়ের বুলী। বর্তমানে
নাইট কারফিউ চলাছে কিন্তু সেই
নাইট কারফিউর মধ্যে বিলি
পুলিশের উলদারি প্রতিদিন
থাকতো তাহলে এও ধরনের ঘটনা
সংঘটিত হতো না জানিয়ে
পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ
করলেম গৃহকর্তা। শুভবিধি হলে
দারি, পুলিশ যদি সঠিক কাজ
তাদের দায়িত্ব পালন করে তাহলে
আগামী দীর্ঘ দিনের ধীরে
বিশ্বাণ্যড় হুকুমার অপরামূলক
কর্ষণও হ্রাস পাবে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর
আহত দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
সোনামুড়া, ২৪ জানুয়ারি।। বরেন্দ্র
দুর্গিনাথ গুপ্তকর্তৃভাবে আগত হন
মুই যুবক। সোনামুড়া-আহতদের
সড়কের ধলিয়াই এলাকায় এই
দুর্গিনা। সোনামুড়ার লোক ১টা নাগা
সোনামুড়ার দিক থেকে
টিআরওডি ১১৬ নম্বরের
বাইক জুতগতিতে ধলিয়াই এলাকা
দিকে আসছিল। তখনই
আগরতলা দিক থেকে
টিআরওডি ১১৪৩৪৭ নম্বরের
যাত্রীবাহী গাড়ি বাইকে ধাক্কা
মেয়ে এতে বাইকে থাকা মুই যুবক রাস্তায়
চিটকে পড়েন। হান্স হোসেন
(১৮) এবং পিয়াস উদ্দিন (২০) বৈ
গুরুতর আহত। হাসপাতাল
ফারার সার্জিসের কর্মীরা সোনামুড়া
হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হান্স
হোসেনের বাড়ি সোনাপুর এলাকায়
এবং পিয়াস উদ্দিনের বাড়ি আমিহা
এলাকায়। আহতদের শারীরিক
অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত
চিকিৎসক তাদেরকে আগরতলা
জিবি হাসপাতালে রেফার করে
নেন। প্রত্যক্ষসিঁদের থাকা অনুযায়ী
বাইকটি খুবই জুতগতিতে ছিল
গাড়ি চালকের অভিযোগ, বাইকটি
হঠাৎ তেজ গাড়ির সামনে এসে
পড়া। সেই কারণেই তিনি শরীরে
আঘাত লেগেগেছে। দমকল কর্মীরা
জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে তার
দেখাচ্ছে মুই যুবক বাইকের নিচে পড়ে
আছে। তারদেহকে ভিডিও উদ্ধার
করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

কোভিডে মৃত্যু হলে নিকটতম আত্মীয়

অনুদান হিসেবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন

সুপ্রিম কোর্টের ৩০ জুন, ২০২১ ও ৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারি করা আদেশে ১ লা জানুয়ারি, ২০২১ বা তার পরে যেসব ব্যক্তির কোভিড-১৯-এ মৃত্যু হয়েছে তাদের নিকটতম আত্মীয় অনুদান (এক্সগ্র্যাসিয়া) হিসেবে ৫০ হাজার টাকা পাবেন। এই অনুদান দেওয়া হবে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি / জেলা প্রশাসন থেকে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কোন ব্যক্তির এই সহায়তা পেতে হলে জেলা শাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা/ ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, পশ্চিম ত্রিপুরার কাছে মৃত্যুর কারন উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট, কস্ট অব ডেথ সার্টিফিকেট, সারভাইভল সার্টিফিকেট, পিআরটিসি সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই অনুদান দেওয়া হবে। যদি ডেথ সার্টিফিকেট বা এক্সগ্র্যাসিয়া পেতে কারও অসুবিধা হয় বা দেরি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জেলাস্তরের গ্রিভেন্স রিড্রেসেল কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

জেলা শাসক ও সমাহর্তা

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন :

আগরতলা

জানা অজানা

অসম্ভবের বিজ্ঞানী
মিচিও কাকু

১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল। যুক্তরাষ্ট্রের একটা হাসপাতালে শেখনিশ্বাস ত্যাগ করলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীর বয়স তখন ৭৭ বছর। পরদিন প্রধান প্রধান মার্কিন দৈনিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হলো তাঁর মৃত্যুসংবাদ। কোনো কোনো পত্রিকায় আইনস্টাইনের ব্যবহৃত এলোমেলো ভেস্টের একটা ছবিও ছাপা হয়েছিল। ডেস্কটার ঠিক পেছনেই হিজিবিজ সমীকরণে ভর্তি একটা ব্ল্যাকবোর্ড। ক্যামশনে বলা হয়েছিল: এই ডেস্কেই রয়েছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের খসড়া। কিন্তু সেটি অসমাপ্ত। আসলে জীবনের শেষ তিন দশক ইউনিফায়ড ফিল্ড থিওরি সূত্রবদ্ধ করতে দিন-রাত কাজ করছিলেন আইনস্টাইন। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত জানা সবকিটি বলকে একীভূত করে একটিমাত্র তত্ত্বে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল তাঁর। সেই তত্ত্বের পোশাকি নাম এখন থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব। অবশ্য তেমন কোনো তত্ত্ব খাড়া করতে পারেনি কোনো। তাই আপেক্ষিকতার জনক আইনস্টাইন।

স্কুলে নিজের ক্লাসে বসে পরদিন আইনস্টাইনের মৃত্যুর খবর শুনলো ছোট্ট এক বালক। বয়স তার সবে আট। কিন্তু কে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা বুঝতে পারল না ছেলেটি। শ্রেণি শিক্ষক সবার উদ্দেশে বুঝিয়ে বললেন সেকালের সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথা। বললেন, তাঁর আবিষ্কার আর তাঁর শেষ না হওয়া কাজের কথা। কিন্তু ওটুকুতে মন ভরলো না বালকের। এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে আরও জানতে লাইব্রেরিতে ছুটলো কৌতুহলী ছেলেটি। বেছে বেছে আইনস্টাইন আর তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে লেখা বেশ কিছু বই পড়লো। সবটুকু যে মাথায় ঢুকল, তা-ও নয়। অধিকাংশই রহস্য মোড়া। তবে সেগুলো পড়তে গিয়ে দারুণ এক রোমাঞ্চ জগল মনে। সেদিন লাইব্রেরি থেকে অন্য এক মানুষ হয়ে বেরিয়ে এল ছেলেটি। বড় হয়ে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সেদিন থেকে। সেই সঙ্গে একটা থিওরি অব এভরিথিং খুঁজে বের করারও পণ করল মনে মনে। আইনস্টাইনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই যার মূল উদ্দেশ্য সেই ছেলেটিই আজকের অন্যতম জনপ্রিয় তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক মিচিও কাকু।

এই ছেলেটির জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৪ জানুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানজোসে। ১৯০৬ সালের দিকে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধ্বংসস্তপের জঞ্জাল সাফ করতে দেশ-বিদেশ থেকে কিছু শ্রমিক আনা হয়েছিল। সেসময় জাপান থেকে মার্কিন দেশে পাড়ি জমান মিচিও কাকুর দাদা। এরপর আর দেশে ফিরে যাননি। সে দেশেই জন্ম নেন মিচিও কাকুর বাবা এবং মা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাই দেশেশের জাপানি নাগরিকদের মার্কিন সমাজ থেকে এক প্রকার

বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। এরকমই এক ক্যাম্পে মিচিও কাকুর বাবা-মায়ের দেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধের পর জন্ম নেন মিচিও কাকু। তাদের সেসময়ের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। বেশ কষ্ট করেই বেড়ে উঠতে থাকেন মিচিও কাকু। তবুও বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল ছোটবেলাতেই। সে কথা তো শুরুতেই বলেছি। এরপর সেই রেশ আর কাটেনি তাঁর। বেড়েই চললো বলা চলে। এর পেছনে আরও ভূমিকা রেখেছিল সেসময় চিড়িতে প্রচারিত কিছু কার্টুন সিরিজ। ফ্লাশ গার্ডন বইপড়ার নেশাও ছিল কাকুর। বিশেষ করে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি গ্রোথ্রাসে গিলতেন তিনি। এভাবে ভবিষ্যতের এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ থাকবে। একে অনেকেই ফ্যান্টাসি বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু মিচিও কাকু বলতে চান, অসম্ভব হল আপেক্ষিক ব্যাপার। বিজ্ঞান দিয়ে এসব অসম্ভবকে বোঝার চেষ্টা করে গেছেন তিনি।

হাইস্কুলে পড়ার সময় নিজের জন্য একটা অ্যাটম স্ম্যাশার বানানোর কথা ভাবলেন মিচিও কাকু। বড়দিনের ছুটিতে অন্য ছেলেরা যখন আনন্দ উৎসবে বাস্তব তখন অ্যাটম স্ম্যাশার নিয়ে ঘামা ঘামাচ্ছিলেন তিনি। সেই ঘাম পায়েও ফেললেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের মাঠে ২২ মাইল দীর্ঘ তামার তার পাঁচালেন। এরপর বাবা-মায়ের গ্যারেজে তৈরি করলেন ২.৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বিটট্রন পার্টিকেল একসিলারেটর। সেটি চালাতে ৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগত। যন্ত্রটি থেকে তৈরি হলো শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চুম্বক। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে সোটা ছিল প্রায় ২০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। আসলে এই অ্যাটম স্ম্যাশার দিয়ে অ্যান্টিম্যাটার তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত স্ম্যাশারটা চালু করে কাজের কাজ যেটা হয়েছিল, সেটা বেশ হতাশাজনক। কাকুর মায়ের বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এতে একদম ভেঙে পড়েছিল। ব্ল্যাকআউটে থাকতে হয়েছিল তাদের বেশ কিছুটা সময়। অবশ্য দাগ নেই তো শেখাও নেই এই বিজ্ঞাপনী ভাষার মতোও এই পারিবারিক ক্ষতি থেকেও কিছু শিখতে পেরেছিলেন কাকু। এমনকি ভবিষ্যতে তাঁর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পেছনেও এটিই সবচেয়ে বড় নিয়ামক হয়ে দেখা দেয়। অ্যাটম স্ম্যাশারটা বগলদাবা করে জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় আনা হয়েছিল। ছোট্ট একটা কিশোরের বানানো এরকম যন্ত্র দেখে সেবার তাক লেগে গেল পদার্থবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলারের। মার্কিন হাইড্রোজেন বোমার জনক তিনি। বিজ্ঞান মেলায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন টেলার। অসাধারণ এই বিজ্ঞান প্রজেক্টের কারণে সেবার বিজ্ঞান মেলায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ফের পতন শেয়ার

বাজারে, উধাও হল

৯ লক্ষ কোটি টাকা

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি।। বিশ্বজোড়া পতন অভিঘাতে ফের বিধ্বস্ত ভারতের শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার খোলার পরে সেনসেঙ্গ ১, ৯৫৫ পয়েন্ট পড়ে যায়। নিফটি ৫৯৬ পয়েন্ট খুইয়ে নেমে আসে ১৭,০৫০-রও তলায়। সপ্তাহের প্রথম দিনেই বাজার থেকে মুছে গেল লগ্নিকারীদের ৯ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্যার জেরে ভারতের শেয়ার বাজারে এই নিয়ে পঞ্চম দিন পতন অব্যাহত রইল। গত সপ্তাহের শেষে বাজার বন্ধের সময় সেনসেঙ্গ ৪২৭ পয়েন্ট নেমে ৫৯,০৩৭-এ পৌঁছেছিল। ১৩৯ পয়েন্ট পতনের পর নিফটি পৌঁছয় ১৭,৬১৭ পয়েন্টে। সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছোট এবং মাঝারি সংস্থাপুলির পাশাপাশি বড়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

গডসের চলচ্চিত্র’র ওপর
নিষেধাজ্ঞার দাবি কংগ্রেসের

মুম্বাই, ২৪ জানুয়ারি।। “কেন আমি গান্ধীকে হত্যা করেছি”-এটি ছবিটি বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে কংগ্রেস চিঠি লিখল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরকে। চলচ্চিত্রটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এজাতীয় ছবি দলের নোতা কর্মী ও সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত করবে। কংগ্রেসের রাজ্য ইউনিটের পক্ষ সিরিজ। এছাড়া গল্পের বইপড়ার নেশাও ছিল কাকুর। বিশেষ করে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি গ্রোথ্রাসে গিলতেন তিনি। এভাবে ভবিষ্যতের এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ থাকবে। একে অনেকেই ফ্যান্টাসি বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু মিচিও কাকু বলতে চান, অসম্ভব হল আপেক্ষিক ব্যাপার। বিজ্ঞান দিয়ে এসব অসম্ভবকে বোঝার চেষ্টা করে গেছেন তিনি।



‘মণিপুরেও বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ’

ইম্ফল, ২৪ জানুয়ারি।। মাস ফুরালেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রচারে ঝড় তুলেছে। তার মাঝে এবার নতুন নতুন সমীকরণ গড়ে উঠেছে। উত্তরাখণ্ড ছাড়া বাকি রাজ্যগুলির মতো মণিপুরেও বদলায় সমীকরণ। এবার আর মণিপুরের শাসকদল এনপিপি বিজেপিকে সঙ্গী করে নির্বাচনে লড়ছে না। অর্থাৎ মণিপুরেও লড়াই হতে চলেছে ত্রিমুখী। সোমবার পৃথকভাবে ইশতেহার প্রকাশ করল এনপিপি। আগে তারা মণিপুরের ৬০টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ফলে বিজেপির সঙ্গে জোট ছিন্ন হওয়ায় উত্তর-পূর্বের এই ছোট রাজ্যে ত্রিমুখী লড়াইয়ের দামামা বেড়ে গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আবার মনে করছেন মণিপুরে কংগ্রেস অতীতের ছায়া হলেও ত্রিমুখী লড়াই জমে যাবে। এ মাসেই মণিপুরে গিয়ে প্রচারে ঝড় তুলে এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। তখনও স্পষ্ট হয়নি মণিপুরের সমীকরণ। বিজেপি এখানে এনপিপি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আলাদা লড়তে পারে সম্ভাবনা ছিল, সেটিই হতে চলেছে। সেই সমীকরণ পরিষ্কার হওয়ার পর বিজেপি যখন ৬০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে, এদিন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি সভাপতি কর্নাড সাংমা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইউনাম জয়কুমার সিং ও রাজ্য সভাপতি এল জয়ন্তকুমার সিং রবিবার নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইন্দোরে ছয় শিশু

সহ ১৬ জন ওমিক্রনের
উপপ্রজাতিতে আক্রান্ত

ইন্দোর, ২৪ জানুয়ারি।। ষোলজন কোভিড আক্রান্ত রোগীর শরীরে ওমিক্রনের উপপ্রজাতি বিএ২ মিলেছে। এদের মধ্যে ছ’জন শিশু এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠ রোগীর বয়স মাত্র একদিন। একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে চার জনের ফুসফুসে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ সংক্রমণ হয়েছে। ইন্দোরে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিনোদ ভান্ডারি জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে তিন জন টিকা নিয়েছেন। ওই চিকিৎসক বলেন, “ফুসফুসে সংক্রমণের বিষয়টি বেশ চিন্তার। তবে আক্রান্তদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি তৃতীয় টিকা নিয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ফুসফুসে সংক্রমণ ১ থেকে ৫ শতাংশ।” তাই তাঁর মতে যাদের পক্ষে তৃতীয় টিকা নেওয়া সম্ভব তাঁরা যেন অগ্রাধিকার দিয়ে তা নিয়ে নেন। ওমিক্রনের উপপ্রজাতি বিএ২ চিকিৎসকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে তার সংক্রমণের ক্ষমতা এবং কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভাজন রয়েছে। একাংশের মতে ওমিক্রনের উপপ্রজাতিটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর এক অংশের মতে মূল ওমিক্রনের চেয়ে এর কোনও তথ্য নেই। চিকিৎসক বিনোদ ভান্ডারি জানিয়েছেন, ইন্দোরে এখন পর্যন্ত দু’ধরনের উপপ্রজাতি নজরে এসেছে। সোমবার ১৬ জনের শরীরে বিএ২ এবং রবিবার তিনজনের শরীরে বিএ২ পাওয়া গিয়েছে। তবে চিকিৎসকদের মতে, যদি ফুসফুসে সংক্রমণ হয় তবে রোগীকে ভাল করে নজরদারি চালাতে হবে।



প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে তাজমহলের সামনে প্রহরারত আর্মড ফোর্স ল্যান্ডবন্দি।

আমিরশাহি
ও সৌদিতে
ক্ষিপণাশ্রয় হামলা

আবুধাবি, ২৪ জানুয়ারি।। ড্রোন হামলার পরে এবার ক্ষিপণাশ্রয় হানা। ফের ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিশানায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তেলের শহর আবুধাবি। সোমবার ভোরে আবুধাবি লক্ষ্য করে ছোড়া দু’টি ব্যালিস্টিক ক্ষিপণাশ্রয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সেনা আকাশপথেই ধ্বংস করেছে ছবিতে দাবি। ওই ঘটনার পরেই উত্তর ইয়েমেনে হুথি গোষ্ঠীর ক্ষিপণাশ্রয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে বিমান হামলা চালায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সোমবার ভোরে সৌদি আরবেও দু’টি ক্ষিপণাশ্রয় ছোড়ে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তার একটি জাবান এলাকায় আছড়ে পড়লে দু’জন আহত হন। অন্যটিকে, হাঘরন-আল-জানুবের আকাশে ক্ষিপণাশ্রয় প্রতিরোধী ব্যবস্থার সাহায্যে ধ্বংস করে সৌদি সেনা। দক্ষিণ ইয়েমেনে হুথি গোষ্ঠীর ঘাঁটি থেকে ওই ক্ষিপণাশ্রয় দু’টি ছোড়া হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রতিরক্ষা দফতর জানিয়েছে, ক্ষিপণাশ্রয় হানার পরেই সে দেশের বিমানবাহিনীর এফ-১৬ যুদ্ধবিমান উত্তর ইয়েমেনের আল-জওফে হুথি ঘাঁটিতে হামলা চালায়। সেটি ধ্বংস করা হয়। প্রসঙ্গত, গত সোমবার আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশে বিস্ফোরক বোমাধি ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হুথি গোষ্ঠী। একটি তেল শোধনাগার এলাকায় ওই বিস্ফোরণে সেখানে দুই ভারতীয় এবং এক পাকিস্তানি কর্মী নিহত হন। ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথির বিরুদ্ধে অভিযানে ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে সাহায্য করেছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তাইই জেরে ওই দুই দেশে হামলা। সম্প্রতি ইয়েমেনের রাজধানী সানার উত্তরে হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভিযান শুরু করেছে সে দেশের সরকারি বাহিনী। শাবওয়া এবং মারির অঞ্চলে লড়াইয়ে ইয়েমেন সেনাকে সৌদি এবং আমিরশাহি সরাসরি मदত দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

রান্নায় মেথি দিচ্ছেন?

শরীরের উপর কেমন

প্রভাব ফেলছে মশলাটি

বাঙালিদের কাছে তো বটেই গোটা ভারতেই মেথি অত্যন্ত জনপ্রিয় মশলা। বিভিন্ন ধরনের রান্নায় এটি দেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র খাদ বা গন্ধ বৃদ্ধি নয়, মেথির অন্য নানা প্রভাবও রয়েছে। নিয়মিত মেথি খেলে কী কী হতে পারে? আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভাবসার সম্প্রতি বলেছেন, এই মশলাটির নানা গুণের কথা।

দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী। মেথিতে নানা ধরনের ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ রয়েছে। এটি খাবার হজম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। শরীরে মেদ জমতে দেয় না। যে সব মায়েরা সন্তানকে পালন করছেন, তাঁদের রান্নায় মেথি দেওয়া খুবই ভালো। কারণ এতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। মায়েরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রক্তচাপের সমস্যা

রয়েছে? বা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে মেথি। রক্তে নানা ধরনের দূষিত পদার্থ জমে অনেক সময়ে। সেই দূষিত পদার্থ সাফ করতেও সাহায্য করে মেথি। তাই নিয়মিত মেথি খেলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। যারা ইউরিক অ্যাসিডের

সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের রান্নাতেও মেথি মেশানো যেতে পারে। এতে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে। অকালে চুল পেকে যাচ্ছে? কিংবা চুল পড়ে যাচ্ছে? এই সমস্যাতেও নিয়মিত খেতে

পারেন মেথির জল। সমস্যা কমবে। বিভিন্ন গাটের ব্যথা কমাতেও গুস্তাদ মেথির কিছু উপাদান। পেটের ব্যথার মতো সমস্যাতেও কাজে দিতে পারে মেথি ভিজানো জল।

কফের সমস্যায় বাঁরা ভুগছেন তাঁদের রান্নাতেও নিয়মিত মেথি দিলে, তাঁরা উপকার পেতে পারেন। বৃকে জমা কফ, শ্বাসকষ্ট, ব্রনকাইটিসের সমস্যা কমতে পারে এর ফলে।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

রক্তাক্ত বন দফতরের কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। যান সন্ত্রাসে জখম আরও এক সরকারি কর্মচারী। সোমবার আমতলিতে যান সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হয়েছেন ধনুমোহন ত্রিকিৎসা নামে ৪৮ বছরের এক ব্যক্তি। তিনি বন দফতরের কর্মরত। আমতলি এলাকা থেকে প্রতাপগড়ের অফিসে যাওয়ার পথেই যান দুর্ঘটনার শিকার হন ধনুমোহন। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসা চলাছে তার। প্রসঙ্গত রাজ্যে একের পর এক যান দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকদিন পাকা রাস্তায় রক্ত বরছে সাধারণ নাগরিকদের। অথচ যান দুর্ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসন বা পুলিশের পক্ষ থেকে এমনও বড় কোনোও পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়নি।

মৃত্যু আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হলো আরও একটি নাম। মারা গেছেন কুমারঘাট মহকুমার নবীনছড়া এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক চিন্ময় চাকমা (৬৮)। তাকে নিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে মিডিয়েছে ১২৬জনে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চিন্ময় বলে জানা গেছে। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ প্রাক্তন স্নাতক শিক্ষক চিন্ময় মারা গেছেন। এই ঘটনায় জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ সংগঠন গভীর শোক জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষে বিজয় কৃষ্ণ সাহা এবং কমল দেব প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা জানান, চিন্ময় ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। চাকরি হারানোর পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পরিবার চালানোর মতো খরচ বোজগার করতে পারছিলেন না। মানসিক চাপে শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চিন্ময়। আমরা ১০৩২৩ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আবারও

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ফের অচল আইজিএম’র লিফট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। আইজিএম হাসপাতালে আবারও অচল হয়ে পড়লো লিফট। বহুতল হাসপাতালটির দুটি লিফট অচল হয়ে পড়েছে। রবিবার রাত থেকে লিফট অচল হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে রোগীরা। পাঁচ তলায় রোগীদের সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা করতে হচ্ছে। কয়েকজন রোগীকে তাদের পরিজনরাই খুব কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে চার এবং পাঁচতলায় তুলেছেন। রোগীর পরিজনরা দ্রুত লিফট ঠিক করার দাবি তুলেছেন। কারণ সিঁড়ি বেয়ে উঠানামার ফলে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একাধিক রোগী। এই বিষয়ে আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মীরা।

নেশার বিরুদ্ধে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা : ডিজিপি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে ত্রিপুরা পুলিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই জন্য সব জেলায় বলা হয়েছে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের প্রধান। তিনি বলেন, গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যেই শহরে বিশাল পরিমাণে নেশা দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কারা কারা

মহানির্দেশক ভিএস যাদব। এখানেই তিনি এই মন্তব্যগুলি করেছেন। আগের রাতে শহরের এডিনগর থানা এলাকায় এক কোর্টি টাকা হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায়ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের প্রধান। তিনি বলেন, গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যেই শহরে বিশাল পরিমাণে নেশা দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কারা কারা

যুক্ত তা তদন্ত করা হচ্ছে। এত বিশাল টাকার নেশা সামগ্রী কারা এনেছে তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ধৃত বাবা-ছেলে। আমরা শীঘ্রই এই নেশা দ্রব্যের মূল কারবারীদের জালে তুলবো। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করতে আলাদাভাবে কাজ করতে

অষ্টমঙ্গলায় আসা নববধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জানুয়ারি। বিয়ের পর মেয়ে তার মায়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই আসাই যেন শেষ পর্যন্ত তার এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন বাঁচতে দিল। কারণ, অষ্টমঙ্গলায় বেড়াতে আসা নববধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছেন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম কলোনি এলাকায়। গত ৪ অগ্রহায়ণ আমবাসা রেলস্টেশন এলাকার শান্ত সরকারের বিয়ে হয়েছিল ১৯ বছরের পূজা মন্ডলের সাথে। বিয়ের পর থেকেই নাকি পূজার উপর নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। এমনই অভিযোগ করেছেন তার মা। স্বামী এবং ছেলের যত্নগায় মেয়েকে নিয়ে ডিএম কলোনি এলাকায় ভাড়া থাকেন ওই মহিলা। সেখানেই তার মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের দুই মাসের মাথায় মেয়ের এভাবে মৃত্যু হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এদিন সকালে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আঝের কঁাদতে থাকেন সন্তানহারা মা। তিনি জানান, মেয়ে তার স্বামীকে নিয়ে অষ্টমঙ্গলায় ডিএম কলোনিস্থিত তাদের ভাড়া বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরবর্তী সময় এই ঘটনা। পূজা নিজেই গায়ে আঁশ লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে পদক্ষেপ জানান। তবে তার এই পদক্ষেপের জন্য স্বামীকেই দোষারোপ করছেন পূজার মা। তার

কথা অনুযায়ী বিয়ের পর থেকেই পূজার উপর নানান ধরনের নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। স্বামী এবং শাশুড়ি মিলেই পূজার উপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। সোমবার সাতসকালে পূজা মায়ের ভাড়া বাড়িতে আত্মঘাতী হন। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পূজাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা সম্পর্কে পূজার সময় সে ওই বাড়িতে ছিল না। প্রথমে সে শুনতে পেরেছিল তার স্ত্রীর হারের শিরা কেটে ফেলেছে। এই কথা শুনেই তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ছুটে আসে। কিন্তু হাসপাতালে এসে দেখতে পায় স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শান্ত সরকারকে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে ময়নাদেস্তুর পর পূজার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় তার পরিজনদের হাতে। সাতসকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া বোঝে আসে। পূজার মা মেয়ের উপর চলা নির্যাতনের অভিযোগ জানালেও এই বিষয়ে কিছুই বলেনি শান্ত সরকার। সেই কারণেই ধারণা করা হচ্ছে পূজার মৃত্যুর পেছনে হিংসা লুকিয়ে আছে। পুলিশ এখন কি তদন্ত করে সেটাই দেখার।

ফার্মাসিস্ট চাই
ওষুধ এর দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই।
— যোগাযোগঃ —
Mob - 7005863184



Contact - 6909556684

Missing
আমার মা সন্ধ্যা দাস গত ২০/০১/২০২২ ইং তারিখ সকাল ৭টার সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে এখন পর্যন্ত আসেনি। তার পরনে ছিল লাল, সাদা মিলে শাড়ি।

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রমোদ বাবা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভধন, কর্মে বাধা, ওগুন্দিয়া কল্যাণাদ, মুঠকরনী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

ঘরে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান।

স্পেশালিস্ট ৫ বশীকরণ, মুঠকরনী এবং কল্যাণাদ

Contact 9667700474

বলেছেন। এ জন্যই আমরা জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করছি। যদিও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক বলেই পুলিশ মহানির্দেশকের মন্তব্য। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই গোটা রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। পুলিশ এবং নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থাগুলিকেই সতর্ক করা হয়েছে। সীমান্ত নজরদারি বাড়ানো বিএসএফকে বলা হয়েছে। এছাড়া কিছু এলাকায় আলাদাভাবে পুলিশ এবং টিএসআর’র মোতায়েন বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে আসাম রাইফেল ময়দানে। এখানেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদেরই মূলত টুফি তুলে দেওয়া হবে। এই তালিকায় রয়েছেন ২০২০ সালের প্রশংসামূলক কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল পুরস্কার প্রাপ্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চে এসপি শঙ্কর দেবনাথ। তিনিও এদিন আসাম রাইফেল ময়দানে মহড়াই অংশ নিয়েছেন।

ভার্সিটিতে পরীক্ষা স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়েই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে। সোমবারই এলএলবি, আইএনডি, ডি-ভক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করা হয়। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মক অধ্যাপক চিন্ময় রায় এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। এর ফলে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা পর্যন্ত এই পরীক্ষাগুলি বন্ধ থাকবে। করোনা অভিযারির মধ্যে অনেক ছাত্রছাত্রী সংক্রমিত হয়ে আছে বলে দাবি তোলা হয়েছিল। এই কারণে পরীক্ষা স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয়

যান সন্ত্রাসে মৃত্যু রহিমের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। যান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন শিক্ষা দফতরের করণিক রহিম মিয়া (২৯)। সহকর্মীর মৃত্যুতে শোকাহত শিক্ষা দফতরের কর্মীরা ছুটে যান রহিমের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। রহিমের বাড়ি মঙ্গলবার যেতে পারেন বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ। গত ২০ জানুয়ারি প্রতাপগড়ের একটি ট্রিপার গাড়ির সঙ্গে রহিমের বাইকের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষা দফতরের করণিক রহিমকে দমকলের কর্মীরা উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। রাতেই শিক্ষা দফতরের সহকর্মীরা জিবিপি হাসপাতালে ছুটে যান। শিক্ষা দফতরের প্রবীণ কর্মী দিলীপ দেববর্মার নেতৃত্বে সহকর্মীর চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকার উপর চাঁদাও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ জানুয়ারি রাতে মারা যান রহিম। তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হিম্মত স্পন্দায়ের লোকজনের সমাগম বেশি ছিল বলে জানা গেছে। অফিসে ভদ্র-নম্র হিসেবে পরিচিত রহিমের মৃত্যুতে শোকাহত গোটা শিক্ষা দফতর।

পবিত্রকে ফের জেরা সিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি। আবারও ক্রাইম ব্রাঞ্চ জেরা করলো বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র করকে। সোমবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে ডেকে নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সিপিএম নেতা পবিত্রবাবুকে। তিনি এভাবে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এর আগেও বোধজনগর থানার একটি মামলায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করকে ৫ ঘণ্টা জেরা করেছিল। ওই মামলায় রাজ্য পুলিশের ভিজিলেন্স শাখাও একাধিকবার পবিত্র করকে জেরা করেছিল। জানা গেছে, আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন ২৮ কোটি টাকার সম্পত্তি পবিত্র করের নামে রয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের ভিজিলেন্স শাখায় অভিযোগ জমা পড়েছিল। বোধজনগর থানা এলাকার এক বিজেপি নেতা এই অভিযোগটি জমা করেছিল। বিজেপির মণ্ডল নেতার অভিযোগ মূলে পুলিশের ভিজিলেন্স শাখা একাধিকবার পবিত্র



করকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার বাড়ির সম্পত্তির সব দলিলও দেখে। এরপরই ভিজিলেন্স শাখা থেকে বোধজনগর থানায় ২৮ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা করা হয়। এই মামলার তদন্ত যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চে হাতে। দু’মাস আগে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ পবিত্র করকে ক্রাইম ব্রাঞ্চে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার খয়েরপুর এবং আগরতলার বাড়িতে টানা এগারো ঘণ্টা অভিযান চলে। এরপর থেকেই পবিত্র করকে গ্রেফতার করা হবে বলে ওজ্ঞনও তৈরি করে দেওয়া হয়। অথচ জিজ্ঞাসাবাদের পর থেকে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ কোনও কিছুই করতে পারেনি পবিত্রবাবু। যেমনটা হয়েছিল বামফ্রন্টের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর ক্ষেত্রে। দুর্নীতির অভিযোগে বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্তের নামে হেনস্থা করেছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং পশ্চিম থানার পুলিশ। অথচ বছরের উপর কেটে গেলেও বাদল চৌধুরীর নামে এখন পর্যন্ত আদালতে চার্জশিটই

জন্মশ্রু

শ্রী জন্মদিন

শ্রীমান আদৃত সাহা

জন্ম : ২৫-০১-২০১২ ইং

সূর্যের মঠ উজ্জ্বল হও, হও ক্ষান্তের মঠো চঞ্চল। আকাশের মঠো উদার হও, আঁর চ্রেস্তের মঠো উজ্জ্বল।

পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎ ও দীর্ঘায়ু কামনায়—
বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদা, জেঠু, জেঠিমা, বড়, মেঝ ও ছোট পিসী, বড় পিসু, ছোট পিসু, মামা, মাসী, মেসো এবং দাদা, দিদিরা।

ঠিকানা—বিবেকানন্দ নগর, আমবাসা।

VACANCY

One D. Pharma. Experience Pharmacist require for MADHYA PRADESH JAN AUSHADHI SANGH Retail Medicine Counter at Hapania Hospital Compound, Agartala. Age- 30 max. Send resume at agmmarketing@janaushadhisangh.org before 07.02.2022.

Contact :- 8420233797

VISION CONSULTANCY

We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS** TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)